লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের স্বরূপ উন্মোচন

২. রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির নাযির, ইলমে গায়েব জানেন এবং আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি হতে সৃষ্টি ইত্যাদি আক্বীদার দলীল ও প্রমাণ

৩. "ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ"

৪. বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব "সাইফুল কাহহার আলা আ'নাকি আল্ খাওয়ারিজিল আশরার"।

৫. তাবাররুকাত

৬. আকায়েদে আরবায়াহ্

প্রাপ্তিস্থান ঃ

জহুরা মঞ্জিল, কলেজ রোড, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।
আবেদিয়া খানকা শরীফ, নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
বাইতুশ শরীফ জামে মসজিদ, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।
ফকিরটোলা জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ।
বইমেলা ১/২, ডি.আই.টি. মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ।
মসজিদে গাউসুল আ'যম, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।
মোহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় ঃ

সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ
নারায়ণগঞ্জ

আকায়েদে আরবায়াহ্ মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

আকায়েদে আরবায়াহ্

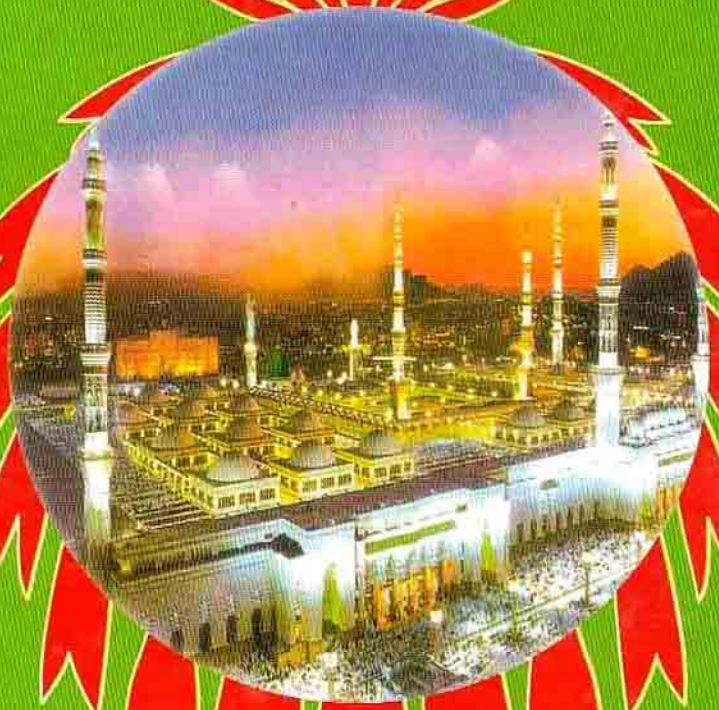

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

আকায়েদে আরবায়াহ্

عقائد اربعة

নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "কথিত জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলেমুল গায়েব, হাজির নাজির, আল্লাহর জাতি নূরের তৈরি ইত্যাদি প্রসঙ্গে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান" শীর্ষক বই- এর মুখোশ উন্মোচন

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ, এম.এম.)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ, এম.এম.)

আরবী প্রভাষক, দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।

সাধারণ সম্পাদক, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ এবং সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ

কৈফিয়ত ঃ কারো বিরুদ্ধে লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ মুসলমানগণ যেন সঠিক ও সত্য বিষয়টি বুঝতে পারেন, সে জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা।

অনুরোধ ঃ সম্মানিত পাঠক! নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ বইটি পড়ুন এবং একটু চিন্তা করে দেখুন, কাদের বক্তব্য পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক ও যুক্তি পূর্ণ বলে মনে হয়। ইনশাআল্লাহ সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

প্রকাশ কাল ঃ

১২ই রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হিজরী, ১ এপ্রিল ২০০৭ইং,

১৮ই চৈত্র ১৪১৩ বাংলা, রোজ রবিবার

কম্পিউটার ঃ প্রচ্ছদ ঃ বাহার

বর্ণ বিন্যাস ঃ মোঃ শাহ্ আলম

২২৭/১, ফকিরাপুল ২য় তলা, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৪০৮০০

সৌজন্য হাদীয়া ঃ

সাদা- ১৫০/- নিউজ- ১০০/-

প্রচারে ঃ সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

ও

আঞ্জুমানে সাইফুন্নবী ফী রদ্দে মুনকিরে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

প্রকাশনায় ঃ

সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ।

উৎসর্গ

আমাদের আঁক্বা ও মাওলা, নূরে-মোজাসসাম, সায়্যেদুল মুরছালীন, শাফী উল- মুজ্‌নেবীন, রাহাতুল আশেকীন, মুরাদুল মোশতাকীন, শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন ছাহেবে ক্বাবা- ক্বাওছাইন, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র কদম শরীফে উৎসর্গীত।

ইহজগতে তাঁর নূরানী চেহারা মোবারক দর্শনে অশান্ত হৃদয় শান্ত করার এবং পরজগতে তাঁর শাফায়াতে কোব্‌রা লাভকরে জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর কদম শরীফের নিচে আশ্রয় লাভের প্রত্যাশায় উৎসর্গ করলাম। আমীন।

স্মরণ

পেশ ওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, সায়্যেদুল আজম, গাওছে জামান হুজুর কেবলা হযরতুল আল্লামা হাকিম হাফেজ ক্বারী শাহ মুহাম্মদ বজলুর রহমান (রহঃ)-

ও

রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত্ হযরতুল আল্লামা শাহ্ ছিরাজুদ্দীন আহ্‌মদ আল-ক্বাদেরী (রহঃ) এর স্মরণে প্রকাশিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

এই pdf টিতে শুধুমাত্র জশনে জুলুস এবং ঈদে মীলাদুন্নবী (সঃ) সম্পর্কিত আলোচনা (বইয়ের পৃষ্ঠা ১১-৫৬) সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
(সূচীপত্র দ্রষ্টব্য)

শিরোনাম

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা নং

০১ ভূমিকা ---------- ০৭
০২. অভিমত ---------- ০৮
০৩. প্রসঙ্গ ঃ পবিত্র জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)---------- ১১
০৪. বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের কিছু খোড়া যুক্তি ও তা খন্ডন।---------- ২৬
০৫. প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন।---------- ২৬
০৬. ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর ইন্তেকালের শোকদিবস পালন করা বৈধ নয়।---------- ২৯
০৭. কল্পিত ঐতিহাসিক রহস্যের ধুম্রজাল---------- ৩৭
০৮. ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মহব্বতের পরিচয়---------- ৩৮
০৯. ঈদের সংজ্ঞা কি?---------- ৩৯
১০. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ব্যতীত অন্য কোন ঈদ আছে কি?---------- ৪২
১১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন ঈদ উদ্‌যাপন করা হক্কানী আলেমদের অনুসরণ।---------- ৪৫
১২. ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কি খ্রিষ্টানদের অনুকরনে আমদানী করা হয়েছে?---------- ৪৬
১৩. মুফতী শফী সাহেবের "ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের উৎস" সম্পর্কে লেখা বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।---------- ৫২
১৪. মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- পালন করলে কি সীরাতুন্নবী স(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- অস্বীকার করা হয়?---------- ৫৩
১৫. আবু লাহাব জাহান্নামে যাওয়া সত্ত্বেও মীলাদুন্নবীতে খুশি হওয়ায় পুরস্কার লাভ করেছে।---------- ৫৪
১৬. বিভিন্ন নেতাদের জন্মদিবস পালনের কারণে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদনবী (জন্মদিবস) পালন করা হয়?---------- ৫৬
১৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানতেন---------- ৫৭
১৮. প্রাথমিক কথা---------- ৫৭
১৯. গায়েবের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ---------- ৫৯
২০. কোরআন শরীফের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত---------- ৬০
২১. হাদীস শরীফের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত---------- ৭১
২২. প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের উক্তির মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব প্রমানিত---------- ৮৪
২৩. বিশেষ ইলমে গায়েব যাকে علوم خمسة (পঞ্চজ্ঞান) বলা হয় সে বিষয়েও নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত ছিলেন।---------- ৯০
২৪. "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের বিভিন্ন উক্তি দ্বারাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত।---------- ৯৩
২৫. গায়েবের বিষয় জেনে যাওয়ার পর তাকে কি গায়েব বলা যায় না?---------- ৯৪
২৬. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন আয়াত ও তার জবাব।---------- ৯৬
২৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন হাদীস ও তার জবাব।---------- ১০৩
২৮. হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর পবিত্রতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি অবগত ছিলেন না?---------- ১০৮
২৯. দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পূর্নাঙ্গ জ্ঞান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল।---------- ১১১
৩০. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কিছু যুক্তি ও তা খণ্ডন---------- ১১৪
৩১. 'ইলমে গায়েব জানা' নবী ও রাসূলদের অন্যতম বৈশিষ্ট।---------- ১১৬
৩২. কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যার জবাব।---------- ১১৮
৩৩. কিছু হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব।---------- ১২১
৩৪. কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে এমন সকল বিষয় খুৎবায় বলা কি রাসূল (দঃ)-এর জন্য অসম্ভব ছিল?---------- ১২১
৩৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আকায়েদ ও ফেকাহ শাস্ত্রের কিছু উদ্ধৃতির জবাব।---------- ১২৬
৩৬. গাঙ্গুহী সাহেবের ফতোয়ার জবাব।---------- ১২৯
৩৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির।---------- ১৩৬
৩৮. প্রাথমিক কথা---------- ১৩৬
৩৯. পবিত্র কোরআনের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির ---------- ১৩৬
৪০. পবিত্র হাদীসের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির ---------- ১৪১
৪১. প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের উক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির ---------- ১৪৬
৪২. যুক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির---------- ১৬২
৪৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর হাজির-নাজির হওয়ার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি খণ্ডন।---------- ১৬৩
৪৪. 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা এবং 'নারায়ে রিসালাত' ও 'নারায়ে গাউসিয়া' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়া জায়েজ---------- ১৭৮
৪৫. কতিপয় অপব্যাখ্যার জবাব---------- ১৮১
৪৬. কতিপয় প্রশ্নের জবাব---------- ১৮৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

৪৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী।---------- ১৯০
৪৮. প্রাথমিক কথা---------- ১৯০
৪৯. পবিত্র কোরআনের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর---------- ১৯১
৫০. পবিত্র হাদীসের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর---------- ১৯৬
৫১. সাহাবা (রাঃ) ও যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামগণের উক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর---------- ২০০
৫২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর হওয়ার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি খন্ডন---------- ২০৭
৫৩. আমরা কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর 'মানুষ হওয়া' অস্বীকার করি?---------- ২০৭
৫৪. আল্লাহ স্বয়ং নূর এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জাতি নূরের জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি---------- ২০৯
৫৫. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার, কিন্তু মাটির মানুষ নন।---------- ২১২
৫৬. "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ে কোরআন বিকৃতি।---------- ২১৩
৫৭. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন?---- ----- ২১৪
৫৮. আলা হযরত বেরলভী (রহঃ)-এর "الا نيقة السنية।"কিতাবের একটি উক্তির অপব্যাখ্যার জবাব---------- ২২০
৫৯. কতিপয় অপব্যাখ্যার জবাব---------- ২২২
৬০. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) কি শিয়াপন্থী ছিলেন?---------- ২২৫
৬১. 'কলম' কি সর্বপ্রথম সৃষ্টি?---------- ২২৭
৬২. হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক "অন্ধকারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরের আলো দ্বারা সূঁচ পাওয়ার ঘটনা সম্বলিত" হাদীস কি ভিত্তিহীন?---------- ২২৯
৬৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরের কি আলো ছিল না?---------- ২৩১
৬৪. নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কি ছায়া ছিল?----- ---------- ২৩৪
৬৫. ছায়ার পক্ষে উপস্থাপিত হাদীসদ্বয়ের সঠিক ব্যাখ্যা---------- ২৪০
৬৬. "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ছায়া ছিল না" এটা কি শুধু শিয়াদের আক্বীদা?---------- ২৪৩
৬৭. পরিশিষ্ট---------- ২৪৪
৬৮. সকল বিদআতই নাজায়েজ ও গোমরাহ?---------- ২৪৪
৬৯. ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করা কি বিদআত (কবিরা গুনাহ)?-- ২৪৮
৭০. "নারায়নগঞ্জ ঊলামা পরিষদ" সম্পর্কে কিছু কথা---------- ২৪৯
৭১. নারায়নগঞ্জ ঊলামা পরিষদকে দেয়া গত ১১/০৭/০৬ তারিখের উকিল নোটিশের কপি---------- ২৫২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী ও নুসাল্লীমু আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ। সমস্ত প্রশংসা মহান ঐ আল্লাহ্ তা'য়ালার যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) কে নূরের মানব করে হাজির ও নাজির হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। লাখো কোটি দরুদ ও সালাম মহান সেই রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যিনি এ দুনিয়ায় আসার কারণে কুল-মাখ্‌লুকাত ঈদ উদ্‌যাপন করেছিল। এবং যিনি অদৃশ্য বিষয়ের অসংখ্য সংবাদ প্রদান করে অগনিত কাফের বে-দ্বীনকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এনেছিলেন।

বাতিলের বিরুদ্ধে হকের, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাতিলের মুখোশ উন্মোচনে মশির জিহাদ হিসাবে লিখনিকে হাতে তুলে নেয়া। বিগত কয়েক মাস পূর্বে আমাদের (সুন্নিদের) প্রতিপক্ষ বন্ধুদের প্রকাশিত "বিভ্রান্তির অবসান" নামক বইটি আমার হস্তগত হয়। বইটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখলাম যে, উহা কোন বিভ্রান্তির অবসান করেনি বরং সরলমনা মুসলমানদের আরও চরম বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করবে।

উক্ত বইটি মাওঃ নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সহ মোট চার জনে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইল্‌মে গায়েব,হাজির-নাজির ও নূরের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য লিখেছেন। উক্ত বইয়ের লেখকগণ স্বীয় মুরুব্বীদের যেমন-মুফতী শফী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, ইদ্রিস কান্ধলভী ও মুফতী মাহমুদ সাহেব প্রমুখদের বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সঠিক হিসেবে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তাদের এ বিভ্রান্তি থেকে সরলমনা মুসলমানদের ঈমান আক্বিদাহ্ রক্ষা করার জন্য আমার এ "আকায়েদে আরবায়াহ্" নামক বইটি রচনা করে প্রকাশ করার ইচ্ছা করি। আমার এ বইটি পড়ে উপরোক্ত চারটি আকিদাহ্‌র ব্যাপারে যদি কেউ সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারেন, তাহলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদের সংগঠন "নাঃ গঞ্জ উলামা পরিষদ" যেন গঠনই হয়েছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করার জন্য । কারণ শুধু "বিভ্রান্তির অবসান" বই প্রকাশই নয় তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের অনেক ন্যক্কার জনক কর্মকান্ড করেছেন। তার সমূচিত জবাবও আমরা দিয়েছিলাম। অবশেষে আমাদের গত ১১/৭/০৬ ইং তারিখের উকিল নোটিশের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা উক্ত বই প্রকাশ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের এরূপ কর্মকান্ডের জবাবে আমাদের "সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদের" ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে এটুকু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার। আল্লাহ যেন, আমাদের এ পরিশ্রমটুকু তাঁর হাবীবের সদ্‌কায় কবুল করেন। আমিন।

এ বইটি প্রকাশের কাজে যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ যেন সকলের সহযোগীতা কবুল করেন এবং কিয়ামতের কঠিন অবস্থায় তাঁর শাফিউল মুজনেবীন নবীর শাফায়াত নসীব করেন। আমীন। বেহুরমতে ছায়্যেদিল মুরছালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বিনীত

মুফতী মুহাম্মদ আলী আকবর

কাশীপুর, নাঃগঞ্জ।

বাংলাদেশ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সম্মানিত

প্রেসিডেন্ট ও পীর সাহেব কেবেলা ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

হযরতুল আল্লামা সৈয়দ বাহাদুর শাহ্ মোজাদ্দেদী আল আবেদী সাহেব

(মাঃ জিঃ আঃ)-এর অভিমত-

আমার প্রিয়ভাজন মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর সাহেব রচিত "আকায়েদে আরবায়াহ্" কিতাবটি দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি এ মর্মে যে, তাঁদের দয়া ও করুণায় মুফতী আলী আকবর সাহেব **"নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ"** কর্তৃক প্রকাশিত "বিভ্রান্তির অবসান" নামক বইয়ের সমুচিত দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে নারায়ণগঞ্জ তথা বিশ্বের সমস্ত সুন্নী জনতার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সরলমনা মুসলমানদেরকে ওহাবী-খারেজী মৌলভীদের সৃষ্টি করা বিভিন্ন বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইল্‌মে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূর হওয়া সম্পর্কে সঠিক ও সত্য বিষয়টির দিকে পথ দেখিয়েছেন। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর হাবীবের সদকায় লেখককে বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে আরো শক্তভাবে কলমী জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। কিতাবটিতে পবিত্র কোরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের মাধ্যমে যা লিখা হয়েছে, তা উপরোক্ত চারটি আকীদাহ্ সঠিক ও সত্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ও যুগোপেযোগী লেখা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি সকল সুন্নী ব্যক্তিবর্গকে উক্ত কিতাবটি সংগ্রহ করে নিজে পড়ে অন্যকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে অনুরোধ করছি। যাতে করে বাতিলদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদের ঈমান-আক্বীদাহ্ হিফাযত করে, তাদের ধোঁকাবাজী-বিভ্রান্তি জনগণের নিকট তুলে ধরা যায়। নারায়ণগঞ্জে সুন্নীয়তের পূণর্জাগরণ ও ওহাবী-খারেজীদের হিংস্র থাবা থেকে উদ্ধারের জন্য সকল সুন্নী দরবারের পীর-মাশায়েখ ও মুরীদ-ভক্তদের ঐক্যবদ্ধভাবে "সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ" ও "সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদকে" সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সুন্নীয়তের কাজকে এগিয়ে নেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন। পরিশেষে লেখকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং কিতাবটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করে শেষ করছি, আমীন।

২০/০৩/০৭

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রসার সম্মানিত প্রধান মুফতী ও আহ্‌লে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি) বাংলাদেশ -এর সম্মানিত সভাপতি হযরতুল আল্লামা

মুফতী সৈয়দ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান (মাঃজিঃআঃ)-এর অভিমত

আমার প্রাণাধিক প্রিয় মাওলানা মুফতী আলী আকবর "আকায়েদ আরবায়াহ্" নামক বইটি প্রকাশ করেছেন জেনে আমি খুবই উৎফুল্ল। বইটি আমি পড়েছি, নির্ভরযোগ্য দলীল ও যুক্তি প্রর্দশন পূর্বক বইটির আদোপ্রান্ত সাজানো হয়েছে। বইটি রাসূল প্রেমিকদের অন্তরের খোরাক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাতিলদের খোঁড়া যুক্তি খন্ডনে এ বইটি তলোয়ারের মত কাজ করবে। যারা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূরকে অস্বীকার করেন তাদের বিপরীতে বইটি ঢাল স্বরুপ। আমি সর্বস্তরে সুন্নী পীর-মাশায়াখে, আলেম ও সর্বজনসাধারনকে স্বীয় ঘরে উহা রাখার অনুরোধ করছি। সাথে সাথে লেখকের দীর্ঘ হায়াত ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাকে এর বিনিময় উত্তম جزاء প্রদান করেন। আমীন।

২৫/৩/০৭

(সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান)
প্রধান ফকিহ (মুফতি)
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রসা, চট্টগ্রাম -এর ফিকাহ্ বিভাগের সম্মানিত

অধ্যাপক হযরতুল আল্লামা রাইছুল মুনাযিরিন মুফ্‌তি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ (মাঃ জিঃ আঃ)

(এম. এম, এম. এফ, এম তফ (প্রথম শ্রেণী) -এর

অভিমত

নারায়ণগঞ্জের দেওবন্দী ওহাবী আলেমদের সংগঠন "নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ" কর্তৃক প্রকাশিত "বিভ্রান্তির অবসান" নামক বইয়ের খন্ডনে আমাদের স্নেহপদ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়ার ফারিগ ও দস্তারে ফযিলত অর্জনকারী মুফতী মোঃ আলী আকবর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে, "আকায়েদে আরবায়াহ্" নামক কিতাব রচনা করেছে, তা আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখেছি, সেখানে অত্যান্ত সুদৃঢ় দলীলাদির আলোকে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এবং রাসূলের ইলমে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূর হওয়া ইত্যাদি মাসায়ালা সমূহ সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণ করেছে। পাশাপাশি ঐ "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। এটা বর্তমান যুগে হক পন্থী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত।

পরিশেষে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করি, আল্লাহ যেন আমাদের স্নেহের মুফতী আলী আকবরকে বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে আরো শক্তভাবে লেখনির মাধ্যমে জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফিক দান করেন। আমীন।

২৫/৩/০৭
মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ
এম.এম.এম.এফ.এম.তফ (প্রথম শ্রেণী)
ফকীহ্ (অধ্যাপক ফিকহ বিভাগ)
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

প্রসঙ্গ ঃ পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দের নিকট প্রথমে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) কি? সে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। যাতে এ সম্পর্কে হারাম-নাজায়েয ফতোয়া দানকারী গোমরাহ ওহাবী-খারেজী আলেমদের বিভ্রান্তি ও ধোকাবাজি তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

শাব্দিক অর্থে জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

جَشْنِ (জশ্‌নে) একটি ফার্সী শব্দ যার অর্থ খুশি বা আনন্দ আর جُلُوْسٌ শব্দটি আরবী। তার অর্থ সম্পর্কে فِيْرُوْزُ اللُّغَاتِ এর ৪৬২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

امیروں اورباد شایوں کی سواری کسی خاص موقع پر بهت سے لوگوں کا اکٹھے هوکر بازاروں و غیره میں سے گزرنا-

অর্থাৎ- জুলুস হলো অনেক লোক কোন খাছ বা বিশেষ সময়ে একত্রিত হয়ে আমীর ও বাদশাহদের সাওয়ারী নিয়ে বাজার ও শহরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করা।

সুতরাং জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- অর্থ হলো রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় আগমন বা মীলদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করা।

প্রচলিত অর্থে জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে অনেক রাসূল প্রেমিক মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে পবিত্র ও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে আতর গোলাপ গায়ে মেখে কালামে পাক, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে শ্লোগন দিয়ে রাস্তায় বা শহরে মিছিল সহকারে আনন্দের সহিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মকাল, জন্মদিন ও তৎসম্বলিত ঘটনাবলীর আলোচনার যে বিরাট মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তার নাম জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অতএব, এখন আমি "জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

করাকে হারাম, নাজায়েয ও গোনাহের কাজ ইত্যাদি ফতোয়া দানকারী আলেমদের নিকট জানতে চাই উপরে বর্ণিত আমল সমূহ বা কাজগুলো থেকে কোন্ কোন্ আমল গুনাহ ও নাজায়েয যার কারণে আপনারা পবিত্র জশ্নে জুলুসকে হারাম ফতোয়া দিচ্ছেন। বলতে পারবেন কি? না, কখনো আপনারা উপরে বর্ণিত কোন একটি কাজকেও হারাম বা নাজায়েয প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ কালামে পাক তেলাওয়াত করা, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করা, রাসূলের প্রতি দুরূদ সালাম প্রেরন করা সবই ছাওয়াব বা পুণ্যের কাজ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে শ্লোগান দেয়া, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা, কোন খুশির বিষয় উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করা ইত্যাদি সবই বৈধ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের সুন্নাত।

নিম্নে এ বিষয়ে আমি দলীল উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি ঃ-

প্রথমতঃ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যে ছাওয়াবের কাজ এটা সর্বজন স্বীকৃত। তাই এগুলোর ব্যাপারে দলীল উপস্থাপন করা নিস্প্রয়োজন।

মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা ও তাঁর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ (আনন্দ উৎসব) পালন করার দলীল নিম্নরূপঃ-

কোরআন শরীফের আলোকে ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরীফে অগনিত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ (জন্ম) তথা দুনিয়ায় শুভাগমনের কথা আলোচনা করেছেন। নমুনা স্বরূপ কিছু আয়াতে কারিমা নিম্নে তুলে ধরলাম।

(١) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ-

১. অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের থেকে এমন একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের বিপাদাপন্ন হওয়াতে দয়ালূ ও করুনাময়। -সুরা তাওবা আয়াত নং -১২৮।

(٢)رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ- اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

২. অর্থাৎ- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান ওহে প্রভু! তাঁদের মধ্যে তাঁদের হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি আপনার বাণী সমূহ তাঁদেরকে পাঠ করে শুনাবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।-সুরা বাকারা, আয়াত -১২৯।

(٣) وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ اِسْرَائِيلَ اِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّاْتِى مِنْ بَعْدِى اِسْمُهٗ اَحْمَدُ- فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

৩. অর্থাৎ- যখন হযরত ঈসা (আঃ) বনি ইসরাঈলকে বললেন আমি আল্লাহর রাসুল হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তৎসঙ্গে আমার পূর্বে যে তাওরাত এসেছে উহার প্রতি আমার সমর্থন রয়েছে এবং আমার পর যে রাসূল আসবেন তাঁর নাম হবে আহমদ। ঐ রাসূলের সুসংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। আর যখন সে রাসূল তাদের নিকট দলীল সমূহ সহকারে আসলেন তখন তারা বলতে লাগলেন এটা প্রকাশ্য যাদু। - সুরা ছফ, আয়াত নং-০৬।

(٤) قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ

৪. অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান "নূর" [মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] এবং স্পষ্ট কিতাব [আল কুরআন] এসেছে। (সূরা মায়েদাহ-আয়াত নং-১৫)

(٥) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا اَقْرَرْنَا- قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِينَ- فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ-

৫. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত নবী তথা হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবী দুনিয়ায় আগমণ করেছিলেন, তাদের সবাইকে নিয়ে একটি মজলিস বা সভা করে ছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর হাবীব সাইয়্যেদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ বা দুনিয়ায় আগমনের বাণী শোনানো এবং রাসূল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সকল নবী (আঃ) গণের পক্ষ থেকে ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন-

অর্থাৎ- এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়ে ছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি তোমাদের কিতাব গুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করবে, এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করলো 'আমরা স্বীকার করলাম; এরশাদ করলেন- তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও আমি নিজেও 'তোমাদের সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম। সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে, তবে সে সব লোক ফাসিক। -সুরা আল ইমরান, আয়াত নং -৮১-৮২।

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমুহের মাধ্যমে মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের আলোচনা করা হয়েছে। আর মীলাদুন্নবী বা রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**-এর দুনিয়ায় আগমনের কারণে ঈদ বা আনন্দ উৎসব করার দলীল হলো নিম্ন বর্ণিত আয়াত-** আয়াতটি হলোঃ-

* قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন আল্লাহর **অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত** প্রাপ্তিতে তাদের (মোমিনদের) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ এবং তা তাদের সমস্ত জমাকৃত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়। -সূরা ইউনুস, আয়াত নং -৫৮।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আদ্দুররুল মনসূরে' উল্লেখ করেছেন-

اَخْرَجَ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْاٰيَةِ قَالَ فَضْلُ اللّٰهِ الْعِلْمُ وَرَحْمَتُهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

"এখানে আল্লাহর **অনুগ্রহ (فَضْلُ اللّٰهِ) দ্বারা ইলমে দ্বীন এবং রহমত (رَحْمَةٌ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে নবী করীম সরকারে দো আলম নুরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**-এর কথা**। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান "হে হাবীব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি"। সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং -১০৭।

ইমাম আলূসী (রহঃ) তাঁর রূহুল মা'আনীঃ ১০ম খন্ডঃ পৃষ্ঠা-১৪১, এবং ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরই কবীরঃ খন্ড ১৭ঃ পৃষ্ঠা ১৩২-এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইমাম সুয়ূতী কৃত তাফসীরই আদ্দুররুল মানসূর ঃ ৪র্থ খন্ড ঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬৭)

আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার মীলাদুন্নবী গ্রন্থের ১০৪-পৃষ্ঠায় সুরা ইউনুসের উক্ত ৫৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন -"ফজল ও রহমতের এখানে অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বলেন ইবারাতুন্নছ দ্বারা যদিও কোরআন ও ইসলামকে বুঝায়, কিন্তু দালালাতুন্নছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিনি হচ্ছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন আর কোরআন হচ্ছে রাহমাতুল্লিল মোমেনীন। সুতরাং মোমেনের রহমত স্বরূপ কোরআনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা ইবারতের দ্বারা বুঝা গেলেও দালালাতুন্নছ- এর দ্বারা বিশ্ব জাহানের রহমতের আবির্ভাবেও আনন্দ প্রকাশ করা বুঝা যায় অতি সহজে। কেননা তিনি হচ্ছেন কোরআনের ধারক ও বাহক। (কৃত সুন্নী বার্তা, বুলেটিন নং ৫৯)

সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও তার তাফসীরের মাধ্যমে বুঝা গেলো মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের কারনে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আনন্দ উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। **আর মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব বা খুশি উদ্‌যাপন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধীগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বলতে শুধু ইসলাম ও কোরআনকেই বুঝাতে চান, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর রহমত হিসেবে স্বীকার করতে চান না। তাদেরকে উপরোক্ত তাফসীর গ্রন্থ সমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করার অনুরোধ করা হলো। তাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আল্লাহর রহমত ও করুনা স্বরূপ সে বিষয়ে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে কিছু আয়াত ও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরলাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

(١) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ-

১. অর্থাৎ- [হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)

(٢) فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

২. অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতে।
(সূরা আল বাকারা, আয়াত, নং-৬৪)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের ৪৪ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- **"আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ন না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরই বরকত। কাজেই কোন কোন তাফসীরকার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাব কেই [মীলাদুন্নবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রহমত ও করুনা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।"**

হাদীস শরীফের আলোকে

অগনিত হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্তের আলোচনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে স্বীয় মীলাদ বা জন্ম দিবস পালন করেছেন। নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করলাম।

(১) আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) তদীয় মাওয়াহেব গ্রন্থে বলেন-

١) عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى- وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَاقَلَمٌ وَلَاجَنَّةٌ وَنَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ-

অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন-আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আমাকে কি আপনি অবহিত করবেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন -হে জাবির! সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তোমার নবীর নুরকে তাঁর আপন নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ঐ নূর কুদরতে যেথায় সেথায় ভ্রমণ করতেছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেস্ত-দোজখ ফেরেশতা, আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন-ইনসান কিছুই ছিল না। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮৯)

(٢) بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مِيْلَادِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنِ الْمُطَّلِبِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ وُلِدْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ وَسَاَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانِ قُبَاثَ بْنِ اَشْيَمَ اَخَا بَنِىْ يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْبَرُ مِنِّىْ وَاَنَا اَقْدَمُ مِنْهُ فِى الْمِيْلَادِ-

২. অর্থাৎ- হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (রহঃ) তাঁর সংকলিত 'সুনানে তিরমিযী' শরীফে **'মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিরোনামে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন এবং এতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।** হাদিসটি হলো-

হযরত মোত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ আপন দাদা কয়েছ বিন মোখরামা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-আমি ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমুল ফীল' অর্থাৎ- বাদশাহ আবরাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহর গযব নাজিল হওয়ার বছর জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) বনি ইয়ামর ইবনে লাইস-এর ভাই কুবাছ ইবনে আশইয়ামকে বললেন 'আপনি বড় না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)? তখন তিনি বললেন রাসূল আমার চেয়ে অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে, আর আমি জন্ম সূত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আগে মাত্র। (তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০৩)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম কাহিনী নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ-

৩. অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। (মাদারেজুন নবুওয়াত)

(٤) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَشَارَةِ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

৪. অর্থাৎ- হযরত ইরবাদ বিন ছারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন- নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট খাতামুন নাবীয়্যিন হিসেবে লিখিত ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির খামীরে পরিণত ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার প্রথম অবস্থায় খবর দিচ্ছি। আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া হযরত ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে প্রসব করলেন তখন যে নূর বের হয়েছিল তাতে শাম দেশের কোঠা তিনি দেখতে পেয়েছেন। আমি সেই স্বপ্ন বা দৃশ্য। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৫১৩।)

(٥) عَنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهٗ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّهٗ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالُوْا اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَاَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا-

৫. অর্থাৎ- হুজুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসলেন। কারণ তিনি যেন হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশ বুনিয়াদ সম্পর্কে বিরূপ কিছু মন্তব্য শুনেছেন। [তা হুযুর কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবহিত করলেন] তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বর শরীফের উপর আরোহন করলেন। (বরকতময় ভাষন দেয়ার উদ্দেশ্যে) অতঃপর তিনি সাহাবা কেরামগণের উদ্দেশ্যে বললেন "আমি কে?" উত্তরে তাঁরা বললেন "আপনি আল্লাহর রাসূল"। তখন হুযুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মানব-দানব সবই সৃষ্টি করেছেন। এতে আমাকে উত্তম পক্ষের (অর্থাৎ মানবজাতি) মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের (মানব জাতি) কে দু 'সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন (অর্থাৎ আরবীয় ও অনারবীয়) এতেও আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ে (আরবী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরব জাতিকে অনেক গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে গোত্রের দিক দিয়ে উত্তম গোত্রে (কোরাইশ) সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদেরকে (কোরাইশ) বিভিন্ন উপগোত্রে ভাগ করেছেন। আর আমাকে উপগোত্রের দিক দিয়ে উত্তম উপগোত্রে (বনি হাশেম) সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে সত্তাগত, বংশগত ও গোত্রগত দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২০১, মেশকাত পৃঃ নং ৫১৩)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে নিজের বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

(٦) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ اَحَدٌ سَوْاَتِىْ-

৬. অর্থাৎ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নিশ্চয়ই রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন- মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমার জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা হলো আমি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

৭. অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং তা দেখে এরশাদ করলেন-, "তোমাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমার শাফা'য়াত ওয়াজিব হয়ে গেল"। (অর্থাৎ- সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেলো। (আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর)।

(٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَائِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَتُهٗ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِكَ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا نَجَاتَكَ-

৮. অর্থাৎ- হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা তিনি হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হযরত আমের আনসারী (রাঃ)-এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আমের আনসারী (রাঃ) তাঁর সন্তান ও স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন- "এই দিনটি, এই দিনটি" তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন- ("হে আমের আনসারী!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন। আর ফিরিশতাগন তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করছে। তাছাড়া যারা তোমার মতো আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (অর্থাৎ মীলাদ-মাহফিল করবে) তারা তোমার মতোই নাজাত লাভ করবে। (আত্তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর)

আলোচ্য হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করতেন এবং তা নিজ সন্তান ও স্বগোত্রীয়দের শিক্ষা দিতেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, দুনিয়ায় শুভাগমনের আলোচনার মাহফিল করা সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সুন্নাতে সাহাবা

(রাঃ)।

শুধু তাই নয় এমনকি হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় স্বয়ং রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দিষ্টভাবে স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করে উম্মতকে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উৎসব বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হাদীস শরীফটি হলো নিম্নরূপ ঃ

٩) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ (يَوْمِ) الْاِثْنَيْنِ- فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ-(فَاَصُوْمُ شُكْرًا لِهٰذَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ)-

৯. অর্থাৎ- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন **"ইহা এমন একটি দিন যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার ওপর কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে"**। কিতাবের মধ্যে বাইনাছছতরে (দু লাইনের মধ্যখানে) লেখা রয়েছে- **"আমি এ দু নেয়ামাতের শোকরিয়া হিসেবে সোমবার রোজা রাখি"**। (মেশকাত শরীফ, পৃঃ ১৭৯, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড পৃঃ ৩৬৮)

আলোচ্য হাদীস শরীফের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ বা দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে শরীয়তের আলোকে বৈধ পন্থায় শোকরিয়া হিসেবে যে কোন উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠান (ওয়াজ -মাহফিল, মেহমানদারি, নফল ইবাদত বন্দেগী, দান-সদকা করা, জশ্নে জুলুসের আয়োজন করা ইত্যাদি) উদ্‌যাপন করা বৈধ এবং সুন্নাতে রাসূল। আর মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি হয়ে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি বা আনন্দ অনুষ্ঠান।

প্রখ্যাত আলেমগণের দৃষ্টিতে ঃ

১. প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন-

قَالَ حَسَنُ الْبَصْرِىُّ (اَلتَّابِعِىُّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقْتُهٗ عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ- "যদি আমার উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি উহা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মীলাদুন্নবী মাহফিলে খরচ করাকে পছন্দ করতাম"। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং ৮)

২. হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ) বলেন-

قَالَ جُنَيْدُ الْبَغْدَادِيُّ قَدَسَّ اللّٰهُ سِرَّهٗ مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ فَقَدْ فَازَ بِالْاِيْمَانِ

অর্থাৎ- " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ উপস্থিত হয়ে উহাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে- সে ঈমানের সফলতা লাভ করেছে"। (ঐ)

৩. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (৯২৩ হিঃ ইন্তেকাল) বলেন-

فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرًا اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا (جَمْعُ عِيْدٍ) لِيَكُوْنَ (اَلْاِتِّخَاذُ) اَشَدُّ عِلَّةٍ (اَىْ مَرَضٌ وَفِىْ بَعْضِهَا بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُوْمَةٍ اَىْ اِحْتِرَاقُ قَلْبٍ فَكِلَا هُمَا صَحِيْحٌ) عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ-

অর্থাৎ- <u>যে ব্যক্তি রাসূল</u> (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)<u>এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাত সমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করেন। আর উক্ত রাত্রকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করবে এ জন্য যে যাদের অন্তরে [নবী বিদ্বেষী] রোগ রয়েছে তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারন করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে পুড়ে যায়।</u> (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খণ্ড পৃঃ নং ২৬২)

৪. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন-

الله تعالى ان پر رحمتيں نازل كرتاهے جو ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كى شب كو عيد مناتى هين- اورجس كى دل مين عناد اوردشمنى كى بيمارى هے وه اپنى دشمنى ميں اورزيادةسخت هو جاتاهے

অর্থাৎ- <u>যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (</u>(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)<u>-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন</u>

<u>করে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহমত নাযিল করেন।</u>

<u>আর যার মনে হিংসা এবং [নবী</u> (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)<u>-এর দুশমনির] রোগ রয়েছে, তার ঐ (নবী) বিদ্বেষী রোগ আরো শক্ত আকার ধারণ করে।</u> (মা সাবাতা বিছছুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং ৮৬।

<u>উপরোক্ত দুই মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল মীলাদুন্নবী</u> (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)<u> তথা নূর নবী</u> (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)<u>-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে।</u>

এখন যারা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে শিরক, হারাম, বিদআত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাদেরকে উপরোক্ত এই দুই মুহাদ্দেস (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নসিহত করা গেল। তাঁদের থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের ঈমানকে পরিশুদ্ধ করুন। তাঁদের ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে অবদান না থাকলে আপনারা হাদীস শাস্ত্র কি তাও চিনতেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে শ্লোগান দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত একটি আমল। তাই দলীল দেওয়া নিস্প্রয়োজন মনে করি।

<u>রাসূল</u> (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)<u> এর নামে يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ইয়া রাসূলাল্লাহ) বলে শ্লোগান দেওয়া এবং কোন খুশির বিষয় উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করার দলীল নিম্নরূপ-</u>

মুসলিম শরীফের ২য় খন্ডের ৪১৯ নং পৃষ্ঠায় بَابٌ فِىْ حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ অধ্যায়ে হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা মুকাররামা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন ঐ সময় মদীনায় মুসলমানগণ কেউ কেউ বাড়ি-ঘরের ছাদের ওপর উঠে আবার কেউ কেউ রাস্তায় মিছিল ও ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্লোগানের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে ছিলেন। হাদীস শরীফের ইবারতটি নিম্নরূপ-

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِىْ الطُّرُقِ يُنَادُوْنَ يَامُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ- রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ রবিউল আউয়াল যে দিন মদীনা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন, তখন মদীনা শরীফের অসংখ্য নারী পুরুষ ঘরের ছাদের ওপর আরোহন করেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মদীনার অলি গলিতে (দলবদ্ধ মিছিল সহকারে) ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্লোগান দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন।

যেমনটি বর্তমানে জশ্নে জূলুসে হয়। কেউ কেউ বাড়ীর ছাদে উঠে মিছিল দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন আবার অনেকে রাস্তায় রাস্তায় মিছিলে শরীক হয়ে "ইয়া রাসূলাল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্লোগান দিয়ে, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

আরেকটি হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের প্রাক্কালে মসজিদে কুবা থেকে (শুক্রবার দিন ১২ রবিউল আউয়াল, ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দে) মদীনা শরীফে পৌছেন। তখন মদীনার প্রত্যেক মুসলমানগণের আশা ছিল যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেন তাহাদের মেহমান হন। তাহারা এগিয়ে যখন উষ্ট্রীর নিশানা ধরিতে চান, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিলেন উষ্ট্রিকে ছেড়ে দাও। এ উষ্ট্রী আল্লাহর নির্দেশিত। এটা যেখানে বসবে সেস্থানে আমার অবস্থান সে সময় বনি নজ্জার গোত্রের ছোট ছোট মেয়েগণ খুবই আনন্দের সহিত মধুর স্বরে গান ও হাত দ্বারা দফ বাজাতে বাজাতে ঘর হতে বাহিরে আসতেছিলেন এ শের বা কবিতা পাঠ করতে করতে

نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ * يَاحَبَّذَامُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

অর্থাৎ- "আমরা নজ্জার বংশীয় ভদ্র মেয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতই না ভাল প্রতিবেশী"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইয়াছরীবে তাশরীফ নেন, তখন আনছারদের ছেলে মেয়েগণ এক সাথে মিলে নিম্নের নাতে রাসূল পাঠ করেন।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوِدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَاعَ لِلّٰهِ دَاعٍ

অর্থাৎ- তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শানে বলেন যে- ছনিয়াতুল বিদা থেকে আমাদের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র উদিত হয়েছে। তাই আমাদের উপর খোদার শোকর করা ওয়াজিব ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন দোয়াকারী আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া অন্বেষণ করবে। (বায়হাকী)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো হারাম বা নাজায়েয কোন কাজ জশ্নে জুলুস মাহফিলে পালন করা হয় না। তাই জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম বা নাজায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। বিরোধীতা কারীদের মতে, জশ্নে জুলুস বিদআত, হারাম ও গুনাহ্ কি এই জন্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমাদের ন্যায় ১২ রবিউল আউয়ালে প্রচলিত নিয়মে জশ্নে জুলুস করেন নি"? যদি তাই হয় তাহলে আমরা বলব- আপনারা বিদআত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোন কাজ না করার কারণে উহা হারাম হয়- তাহলে আপনারা নামের প্রথমে যে "মুফতী", "শাইখুল হাদীস" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন উহা কি হারাম নয়?

কারণ আপনারা কি দেখাতে পারবেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের মধ্যে কেউ নামের প্রথমে উক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। নিজেদের ব্যাপারে সব কিছু বৈধ। আর হারাম ও নাজায়েয ফতোয়া হলো শুধু নবী ওলীদের শানে নতুন কোন ভাল কাজ চালু হলে (নাউযুবিল্লাহ)।

জশ্নে জুলুস বা আনন্দ মিছিল যদি হারাম হয় তাহলে আপনারা বিভিন্ন সময় যে সমস্ত মিছিল করেন উহা কি বৈধ? উহার দলীল কি কুরআন, হাদীসে দেখাতে পারবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আপনাদের মত কি কখনো মিছিল করেছিলেন?

মা-শাল্লাহ! আপনাদের সকল বিদআত (নতুন কাজ) বৈধ আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেমিক সুন্নীজনতা যা করবে উহা হারাম নাজায়েয, শিরক ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ)।

আমরা সুন্নী জনতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বতে জশ্নে জুলুস বের করি এই কারণে তারা হারাম ও শিরকের ফতোয়া নিয়ে মাঠে নেমেছে। কিন্তু আমাদের জশ্নে জুলুসের মতই জামাআতে ইসলাম, ছাত্র শিবির ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ১২ রবিউল আউয়াল "শোভা যাত্রা" বা র‍্যালী নামে মিছিল বের করে। উক্ত শোভা যাত্রার ব্যাপারে তো তাদের কোন ফতোয়া নেই। তাহলে কি একই জিনিস "জশ্নে জুলুস নাম দিলে হয় হারাম ও শিরক আর শোভা যাত্রা বা র‍্যালী নাম দিলেই হয় বৈধ ও ছাওয়াবের কাজ? এ আবার কেমন বিচার?

আল্লাহ যেন বিরোধীতাকারীদের সঠিক বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

'বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের কিছু খোঁড়া যুক্তি ও তা খন্ডন ঃ

উক্ত বইটিতে জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করা হারাম-নাজায়েয ইত্যাদি প্রমান করার জন্য তারা কোরআন-হাদীস বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে কিছু খোঁড়া যুক্তির মাধ্যমে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমি নিম্নে তাদের প্রদত্ত খোঁড়া-যুক্তি সমূহ ও তার খন্ডন তুলে ধরলাম।

উক্ত বইয়ের কিছু খোঁড়াযুক্তির সার-সংক্ষেপ হলঃ-

দেওবন্দের হুজুর ইদ্রিস কান্ধলভী সাহেবের "সীরাতুল মুস্তফা" কিতাবের উদ্ধৃতি "(রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হিসেবে) ৮ই রবিউল আউয়াল সম্পর্কিত বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য" -এর আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধীতাকারীগণ দাবী করেছেন ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হওয়াটা নিশ্চিত নয়, কিন্তু এটা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের তারিখ হওয়া নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত। তাই ১২ই রবিউল আউয়ালের সাথে ঈদে মীলাদুন্নবীর সম্পর্ক জুড়ে দেয়াটা বড় ভিত্তিহীন কাজ। নবীর ইন্তেকাল উম্মতের জন্য আনন্দের ব্যাপার নয়, বরং দুঃখজন ব্যাপার, যে ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর দিবস উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করে, সে তার পিতার বাঞ্ছিত সন্তান নয়, অবাঞ্ছিত সন্তান। সে মতে যে উম্মত নবীর ইন্তেকালের দিবসে আনন্দ উৎসব বা শোভাযাত্রা করে সে নবীর বাঞ্ছিত উম্মত নয়, বরং অবাঞ্ছিত উম্মত (-বিভ্রান্তির অবসান, পৃষ্ঠা নং-২২)

তাদের উপরোক্ত দাবী সমূহের জবাবঃ-

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন।

প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল-ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বা দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন। এবং শত শত বছর ধরে পবিত্র মক্কা-মদীনা শরীফসহ প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এ তারিখেই পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত হত, এবং বর্তমানেও বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস, বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ কুস্তলানী (রহঃ) তদীয় 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ' গ্রন্থে বলেন-

وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّهٗ وُلِدَ (يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) ثَانِىَ عَشَرَ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ

وَهُوَقَوْلُ اِبْنِ اِسْحَاقَ وَغَيْرِهٖ-

অর্থাৎ- প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দুনিয়ায় জন্ম বা শুভাগমন করেছেন, এবং এ মত হল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমামুল মাগাযী ইবনে ইসহাক (রহঃ) ও অন্যান্যদের। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খণ্ড পৃঃ নং-১৪৮)

২। তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো বলেন-

وَعَلَيْهِ عَمَلُ اَهْلِ مَكَّةَ فِيْ زِيَارَتِهِمْ مَوْضِعَ مَوْلِدِهٖ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ-

অর্থাৎ- এবং ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেই পবিত্র মক্কা নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মস্থান যিয়ারত করার আমল বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

৩। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) তদীয় 'শরহে আল্লামাতুল জুরকানী' এর ১ম খন্ডের ২৪৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন- قَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ : وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ

অর্থাৎ- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন- ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় জন্ম তারিখ হিসেবে জমহুর ওলামায়ে কিরামদের নিকট প্রসিদ্ধ।

৪। উক্ত পৃষ্ঠায় আরো বর্ণনা করা হয়েছে- هُوَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ-

অর্থাৎ- উক্ত ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

৫। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় 'মা সাবাত বিস্ সুন্নাহ' (উর্দু) গ্রন্থের ৮১ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

بارھویں ربیع الاول تاریخ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ھے- اور اھل مکۃ کا عمل یہی ھے کہ وہ اس تاریخ کو مقام ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک زیارۃ کرتے ھیں-

অর্থাৎ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হিসেবে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই প্রসিদ্ধ। এবং মক্কাবাসীদের আমল হল উক্ত তারিখে তারা নবী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মস্থান যিয়ারত করতেন যা বর্তমান সময় (মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর সময়কাল ১০৫১ হিজরী) পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

৬। তিনি উক্ত কিতাবের ৮২ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

طیبی کا بیان ہے تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاوّل کو اس دنیا میں رونق افروز ہوئے-

অর্থা- আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন- সমস্ত মুসলমানগণ এ বিষয়ের উপর একমত যে, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ই রবিউল আউয়াল এ দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন।

৭। মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব "তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ" গ্রন্থের ১১ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

بارھویں تاریخ ربیع الاوّل کی اسی سال میں جس میں قصۃ اصحاب فیل واقع ہوا تھا- بروز دوشنبہ بوقت صبح صادق جناب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے-

অর্থাৎ- যে বছর আবরাহার হস্তী বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল ঐ বছর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ায় আগমন করেছেন।

৮। তিনি উক্ত কিতাবের ১২ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

حرمین شریفین اور اکثر بلاد اسلام مین عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتی ہیں اور مسلمانکو جمع کر کےذ کر مو لود شریف کر تی ہیں اورکثرت درود کی کرتی ہیں اور بطور دعوت کر کھانا یا شیرنی تفسیم کرتی ہیں سویہ امر موجب برکات عظیمہ ہے اور سبب ہے ازدیار محبت کا ساتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی- بار ہویں ربیع الاول کو مد ینۃ منورۃ میں یہ محفل متبرک مسجد شریف میں ہوتی ہے اور

مکۃ معظمۃ میں مکان ولادت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں

অর্থাৎ- মক্কা ও মদীনা শরীফ এবং অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাহফিল অনুষ্ঠিত করে মুসলমানদেরকে একত্র করে মীলাদ শরীফ পাঠ করা হতো। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানো এবং নেওয়াজ বিতরণ করা হতো। ইহা একটি বিরাট বরকতময় কাজ, এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ভালবাসা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে এবং মক্কা শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মস্থানে মীলাদুন্নবীর এ বরকতময় মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। (তাওয়ারিখে হাবিবে ইলাহ পৃষ্ঠা নং-১২)

৯। নারায়ণগঞ্জ ওলামা পরিষদের অন্যতম কর্ণধার, সাবেক সভাপতি ও আমলাপাড়া খারেজী-মাদ্রাসার মহাপরিচালক জনাব আব্দুল কাদির সাহেবের মতেও ১২ রবিউল আউয়ালই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় আগমনের তারিখ, তিনি গত ০৭/০৪/২০০৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নারায়নগঞ্জ ওলামা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহাসম্মেলন ১৪২৭ হিজরী" মাহফিলে বলেন- **"প্রসিদ্ধ কউল হিসেবে ১২ই রবিউল আউয়াল ইংরেজী তারিখ হিসেবে ৫৭০ ইংরেজীর ২৯শে আগষ্ট সোমবার দিনে সকাল বেলায় রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **দুনিয়াতে শুভাগমন করেন।** (বক্তব্য রেকর্ডকৃত ক্যাসেট)

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মোকাবিলায় ইদ্রীস কান্ধলভী দেওবন্দী সাহেবের উক্তি "৮ই রবিউল আউয়াল (নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম তারিখ হিসেবে) অধিক নির্ভরযোগ্য" সঠিক নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম বা এ দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ১২ই রবিউল আউয়াল আমরা সুন্নী জনগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি তা সম্পূর্ণ সঠিক।

১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইন্তেকালের শোক দিবস পালন করা বৈধ নয়।

১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের তারিখ হলেও ঐ দিন কোন শোক দিবস পালন করা বৈধ নয়। কারন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

প্রথমতঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষ্যে শোক পালন করা যায়েজ নাই। যেমন-**

১। মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ 'তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ' গ্রন্থের ১২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

اوربھی علماءے لکلھاھے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف کا نہ چاھے اس لئے کہ یہ محفل واسطے خوشی میلاد شریف کے منعقد ھوتی ھے ذکر غم جا نکاہ اس میں محض نازیباھے- حرمیں شریف میں ھرگزاجازت ذکر قصۃ وفات کی نہیں ھے

অর্থাৎ- আলেম সমাজ এ কথাও লেখেছেন, এই মাহফিলে রাসূলের ওফাত শরীফ বা ইন্তেকালের আলোচনা করা ঠিক নয় এ জন্য যে এ (রবিউল আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত মাহফিল মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খুশি উদ্‌যাপন করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এ মাহফিলে শোক দুঃখের আলোচনা শোভা পায় না। বিশেষ করে মক্কা মদিনা শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওফাত শরীফের আলোচনা করার অনুমতি কখনো ছিল না।

২। এমন কি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের মতেও ওফাতুন্নবী বা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকাল দিবস পালন করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু নেই। তাই আল্লাহ একই দিনে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ- আল্লাহ চান না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু দিবস পালন করা হোক। তাছাড়া রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -হলো আল্লাহ তায়ালার রুহানী সত্ত্বা। যে গুনাবলী আল্লাহ আর কাউকে দেননি"। তিনি সরকার তথা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওফাত দিবস পালনের নিন্দা করেন। (দৈনিক ইনকিলাব পৃষ্ঠা-১১, তারিখ ২.৮.৯৮ ইং রবিবার।)

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **-এর ইন্তেকালও উম্মতের জন্য রহমত।**

এ প্রসঙ্গে মীলাদুন্নবী বিরোধীগণের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তদীয় 'নশরুত্তীব' কিতাবের ১৯৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

وفات شریف سےاپ پر اور اپکی امت پر نعمت ورحمت

الھي کے تام اور کامل ھو نیمیں ھر چند کہ یہ واقعۃ طبعا وفطرا یسا جان فرساد ھوش رھا ھے کہ اسکی نظیر دوسرا واقعۃ ھوا اورنہ ھو مگراپ کی شان رحمۃ للعالمین ھو نیکی ایسی مطلق ھے کہ اس واقعۃ میں بھی اوسکا ظھور بدرجۃ اتم ھوا یعنی یہ وفات بھی امت کیلے مظھر رحمت الھیۃ ھوئی اورجب اپ سبب رحمت ھیں تو خود کسد رجۃ مورد رحمت ھونکے تو یہ وفات خود اپ کیلئے بھی نعمت عظمی ھو ئی

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের মাধ্যমে তার প্রতি এবং তার উম্মতের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদিও এই ঘটনাটি স্বভাবগত কারণেও অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক, এমনকি দুঃখ জনক ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি আর পরেও হবেনা। তবুও যেহেতু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাই তার ইন্তেকালের মাধ্যমেও আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য রহমত আর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কেন্দ্রও তিনিই। ইন্তেকাল তাঁর জন্যও এক বিরাট নিয়ামত"। প্রকাশ থাকে যে, থানবী সাহেব এই প্রসঙ্গে উক্ত কিতাবে ১২টি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়তঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **হায়াতুন্নবী। তাই হায়াতুন্নবীর ওফাত বা মৃত্যু দিবস পালন হতে পারে না।**

১। মেশকাত শরীফের "বাবুল জু'মায়াতে" বর্ণিত আছে। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য আম্বিয়া (আঃ) দের দেহ মোবারক ভক্ষন করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী (আঃ) জীবিত ও রিযিক প্রাপ্ত। (ইব্‌নে মাযাহ্)

২। অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয়

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

মেরকাত গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

فَلَافَرْقَ لَهُمْ فِى الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَايَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يُنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ

অর্থাৎ- আম্বিয়া (আঃ) দের ইন্তিকালের পূর্বের ও পরের অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই। এই জন্য বলা হয় আল্লাহর বন্ধুগন মৃত্যু বরণ করেন না। বরং তাঁরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হন।

৩। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত কিতাবের ৫ম খন্ডের ২৬৩ নং পৃষ্ঠায় আরো বর্ণনা করেন-

فَدَلَّ عَلٰى اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ اَحْيَاءٌ حَقِيْقَةً وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَقَرَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ فِىْ عَالَمٍ بَرْزَخٍ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيْفِهِمْ كَمَا اَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ بِالصَّلَاةِ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَفِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَاٰى مُوْسٰى قَائِمًا فِىْ قَبْرِهٖ يُصَلِّىْ

অর্থাৎ- প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া (আঃ) গণ প্রকৃত হায়াতের সাথে জীবিত। তাঁরা আলমে বরজখে "মুকাল্লাফ বিশশরা" (শরীয়তের হুকুম প্রাপ্ত) না হয়েও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ইচ্ছা করেন। যেমন ভাবে তাঁরা কবর শরীফে নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। ছহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন- নিশ্চয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মুছা (আঃ) কে তার নিজ কবরে দাড়িঁয়ে নামাজ পড়তে দেখেছেন।

(৪) শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তদীয় "আশীয়াতুল লুমআত শরহে মিশকাত" (উর্দু) ২য় খণ্ডের ৬১১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

انبياء عليهم السلام كا بعد ازموت زنده رهنا بالكل متفق عليه مسئلة هے كسى كا بهى انبناء عليهم اسلام كى حيات جسمانى حقيقى ميں قطعا كو ئي اختلاف نهيں ان حيات معنوى اور روحانى نهيں جيسى كه شهداء كى زندگى هے

অর্থাৎ- আম্বিয়া (আঃ) দের ইন্তিকালের পরও জীবিত থাকা সর্বজন স্বীকৃত একটি মাসায়ালা। আম্বিয়া (আঃ) গণ শারীরিক ও প্রকৃত হায়াতের সাথে জিন্দা, এ ব্যাপারে কারো কোন মতবিরোধ নেই। তাদের হায়াত রুহানী ও রুপক নয়, যেমন শহীদ

গনের হায়াত রুহানী ও রুপক হয়ে থাকে।

(৫) শারেহুল বোখারী আল্লামা কুস্তোলানী (রাঃ) তাঁর "মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

قَدْ قَالَ عُلَمَائُنَا لَافَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهٖ وَحَيٰوتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ مَشَاهَدَتِهٖ لِاُمَّتِهٖ وَمَعْرِفَتِهٖ بِاَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذٰلِكَ جَلِىٌّ عِنْدَهٗ لَاخِفَاءَ بِهٖ -

অর্থাৎ- আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হায়াত ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মাতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ রূপে সুস্পষ্ট, কোনরূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৫)

ইতিপূর্বেও বিশ্বের কোন মুসলিম দেশে ওফাতুন্নবী বা নবীর মৃত্যু দিবস পালন করা হয়েছে এমন কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত নেই। বরং রবিউল আউয়াল মাস আগমন করলেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ বিশ্বে শুভাগমন উপলক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাপী মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল এবং এ উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করার নজীরই রয়েছে। যেমনঃ-

১। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) শরহে আল্লামাতুল জুরকানী আলাল মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বর্ণনা করেন-

اَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ فِعْلَ ذٰلِكَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ اَبُوْ سَعِيْدٍ صَاحِبُ اَرْبِلِ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِىْ تَارِيْخِهٖ كَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيْفَ فِىْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ فِيْهِ اِحْتِفَالًا هَائِلًا وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا وَطَالَتْ مُدَّتُهٗ فِى الْمُلْكِ اِلٰى اَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ الْفِرِنْجَ بِمَدِيْنَةِ عَكَّا سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ مَحْمُوْدُ السِّيْرَةِ وَالسَّرِيْرَةِ- وَقَالَ سِبْطُ ابْنُ الْجَوْزِىْ فِىْ مِرْاٰةِ الزَّمَانِ حَكٰى لِىْ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ الْمُظَفَّرِ فِىْ بَعْضِ الْمَوَالِيْدِ اَنَّهٗ عَدَّ فِيْهِ خَمْسَةَ اٰلَافِ رَاْسِ غَنَمٍ شَوِيٍّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

وَعَشَرَةَ اٰلَافِ دَجَاجَةٍ مِّائَةَ فَرَسٍ وَ مِائَةَ اَلْفِ زُبْدِيَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ اَلْفَ صُحْنِ حَلَوِيٍّ وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهٗ فِى الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوْفِيَةِ فَيَحْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلَقُ لَهُمُ الْبُخُوْرُ وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلٰثَ مِائَةِ دِيْنَارٍ

অর্থাৎ- সর্বপ্রথম যে ঐ কাজ (বর্তমানের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নবী মাহফিল) শুরু করে ছিলেন তিনি হলেন ইরবিল শহরের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ। ইবনে কাছির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া) উল্লেখ করেছেন তিনি (বাদশাহ মুজাফফর) প্রতি রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করতেন এবং এ মাসে তিনি বর্ণাঢ্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, দুঃসাহসী, বীর, জ্ঞানী, আলেম ও ন্যায়পরায়ন। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল দীর্ঘদিন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। যখন তিনি আক্কা নামক শহরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন ৬৩০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুনের অধিকারী।

ছিবতু ইবনুল জাওজী 'মিরআতুয যামান' কিতাবে বর্ণনা করেন বাদশাহ মুজাফফর (রহঃ) কর্তৃক আয়োজিত কোনো এক মীলাদুন্নবী মাহফিলে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উক্ত মাহফিলে পাঁচ হাজার ভূনা ছাগলের মাথা, দশহাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, একলক্ষ পনির, ত্রিশ হাজার হালুয়ার প্লেট গণনা করেছেন। ঐ মাহফিলে গন্যমান্য ওলামা ও সূফীগণ শরীক হতেন। বাদশাহ তাদের বিভিন্ন উপঢৌকন, উপহার এবং সুগন্ধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তিনি ঐ মীলাদুন্নবী মাহফিলে তিনশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করতেন। (জুরকানী ১ম খন্ড ২৬২ নং পৃষ্ঠা)

২। আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ কুস্তলানী (রহঃ) বলেন-

(٢) وَلَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ- وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ

الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبَغِيَّةِ وَالْمَرَامِ، فَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدُّ عِلَّةٍ عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَاَعْيٰى دَاءٍ

অর্থাৎ- প্রতিটি যুগে মুসলমাগণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলাদত শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন, উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদক্বাহ- খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুন্যময় কাজ বেশি পরিমানে করেন এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলাদাত শরীফের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসেন। ফলে আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। এর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও পরীক্ষিত যে, নিঃসন্দেহে গোটা বছরই তারা নিরাপদে থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হয়ে থাকে। (ইমাম কুস্তলানী (রহঃ) দো'আ করে বলেন) অতএব, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ দয়া করুন, যে মীলাদুন্নবীর মোবারক মাসের রাত গুলোকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করে -এ লক্ষ্যে যেন মুনাফিকুদের অন্তরে অসহনীয় জ্বালা সৃষ্টি হয়। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ঃ ১ম খন্ডঃ ২৬২ নং পৃষ্ঠা)

৩। 'ফয়যুল হারামাইন' কিতাবে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) বলেন-

(٣) وَكُنْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِىْ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمِ وِلَادَتِهٖ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَذْكُرُوْنَ اَرْهَاصَاتِهِ الَّتِىْ ظَهَرَتْ فِىْ وَقْتِ وِلَادَتِهٖ وَمَشَاهِدِهٖ قَبْلَ بَعْثَتِهٖ فَرَاَيْتُ اَنْوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَااَقُوْلُ اِنِّىْ اَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الْجَسَدِ فَتَاَمَّلْتُ تِلْكَ الْاَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا مِنْ قَبِيْلِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِاَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَشَاهِدِ وَبِاَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَجَالِسِ فَرَاَيْتُ يُخَالِطُهَا اَنْوَارُ الْمَلَائِكَةِ اَنْوَارَ الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ- আমি এর পূর্বে মক্কা মু'আয্‌যমায় বেলাদত শরীফের বরকতময় ঘরে বেলাদত শরীফের তারিখে উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানে লোকজন সমবেত হয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর একত্রে দুরূদ শরীফ পাঠ করে তাঁর শুভাগমনের সময় সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। তারপর আমি সেখানে এক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

মিশ্র নূরের ঝলক প্রত্যক্ষ করছিলাম। অতঃপর আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম এবং উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এ নূর বা জ্যোতি ঐ সব ফিরিশতার, যাঁরা এ ধরনের মজলিস ও উল্লেখযোগ্য (ধর্মীয়) স্থানসমূহে (জ্যোতি বিকিরনের জন্য) নিয়োজিত থাকেন। আমার অভিমত হলো সেখানে ফিরিশতাদের নূর ও রহমতের নূরের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

৪। প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোজী (রহঃ) বলেন-

(٤) لَازَالَ اَهْلُ الْحَرَ مَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ وَالْمِصْرِ وَ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَسَائِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُوْنَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْرَحُوْنَ بِقُدُوْمِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ- وَيَنَالُوْنَ بِذٰلِكَ اَجْرًا جَزِيْلًا وَفَوْزًا عَظِيْمًا- (اَلْمَوْلِدُ النَّبِيِّ لِلْجَوْزِيْ)

অর্থাৎ- সর্বদা মক্কা ও মদিনাবাসী মিসর, ইয়ামেন, সিরিয়াবাসী এবং আরবের পূর্ব-পশ্চিমের সকলেই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুষ্ঠান করে থাকেন। রবিউল আউয়াল মাসের নব চন্দ্রের আগমনে আনন্দ উৎসব করে থাকেন এবং তারা সকলেই এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা মহান পুরস্কার ও সফলতা লাভ করে থাকেন।

৫। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তদীয় 'মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্' (উর্দু) গ্রন্থের ৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

مسلمان همیشه سے محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم منعقد کرتے أئے هیں محفل میلادکی ساته هی دعو تیں دیتے کهانی وغیره یکواتے اورغریبوں کوطرح طرح کے تحفه تحا ئف تقسیم کرتے خوشی کا اظهار کرتی اوردل کهول کر خرچ کرتے هیں- نیزولادت باسعادت پرقرأن خوانی کرا تے اوراپنے مکانوں کومزین کرتے هیں- ان تمام افعال حسنه کی برکت سے ان لو گوں پر الله کی بر کتوں کا نزول هوتا رهتاهے-

অর্থাৎ- মুসলমানগণ সর্বদা (নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে) মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত করে আসছে। মীলাদ মাহফিলে লোকদেরকে দাওয়াত দেয়, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য পাকানো হয় এবং গরীব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নানারকম হাদিয়া তোহফা বন্টন করা হয়। আনন্দ প্রকাশ করে মন খুলে খরচ করে। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে কোরআন

খানির আয়োজন এবং নিজ নিজ বাড়ী-ঘর সুসজ্জিত করে। এ সমস্ত উত্তম কাজের বরকতে ঐ সমস্ত লোকদের উপর (যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে উপরোক্ত আমল সমূহ করে) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বরকত অবতীর্ন হতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হল বাদশাহ্ মুজাফফর (রহঃ) -এর রাজত্বকালে ৬০৪ হিজরী থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে শত শত বছর ধরে মক্কা-মদীনা শরীফসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশেই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল এবং বর্তমানে ও বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কোন দেশে বা কোথাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষ্যে পূর্বেও কোন শোকসভার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়নি, বর্তমানেও হয় না। বরং সর্বদাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসবই প্রকাশ করা হয়ে আসছে।

সুতরাং তারা কি নবীর ইন্তেকালের শোক পালন না করে জন্ম দিনের খুশি উদ্‌যাপন করায় নবীর অবাঞ্চিত উম্মত হিসেবে গন্য হবেন? না। কখনো নয়।

কল্পিত ঐতিহাসিক রহস্যের ধুম্রজাল ঃ

'বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের ১৯নং পৃষ্ঠায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদের রহস্যজনক কারন বর্ণনা করতে গিয়ে লিখা হয়েছে, এটা আল্লাহর কুদরতী নিয়ন্ত্রন। আল্লাহ আগেই জানতেন যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে মুসলমান নামধারী কিছু লোক এমন কিছু ধুমধাম করবে যা ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত নয়। সুতরাং আল্লাহর কুদরতী নিয়ন্ত্রনেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম তারিখ সংরক্ষিত হয়নি যাতে বিবেকবানদের কাছে এ সব ধুমাধারে অসারতা সহজেই ধরা পড়ে।

উক্ত খোঁড়া যুক্তির জবাবে আমরা বলতে চাই, কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেই যে, ঐ বিষয় উপলক্ষ্যে কোন কিছু করা যাবে না এ যুক্তি পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কোন বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনকি আমাদের ধর্মে স্বীকৃত ইবাদতের রাত্র 'লায়লাতুল ক্বদর' যা হাজার মাস থেকেও উত্তম ঐ রাত্রির নির্দিষ্ট তারিখ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। হাদীস শরীফে ৫টি রাত্র যথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ শে রমজানের যে কোন একটি রাত্র লায়লাতুল ক্বদর হতে পারে বলে উল্লেখ করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

হয়েছে। এ মতবিরোধের কারনে আমরা কি লায়লাতুল ক্বদরের ইবাদত বর্জন করি? নাকি এ তারিখ সমূহের মধ্যে যে টি অধিক প্রসিদ্ধ (২৭শে রমজান) তা সহ অন্যান্য তারিখেও ইবাদত করার চেষ্টা করি? অবশ্যই আমরা ঐ সকল তারিখে ইবাদত করার চেষ্টা করি।

তদ্রুপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম বা এ দুনিয়ায় শুভাগমনের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ থাকাটা স্বাভাবিক, ঐতিহাসিকদের নিকট রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের তারিখ হিসেবে ৭টি মত রয়েছে। যথা ঃ ২,৮, ১০,১২, ১৭, ১৮, ও ২২ রবিউল আউয়াল। এখন এ মতবিরোধ থাকার কারণে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম বা দুনিয়ায় আগমন উপলক্ষ্যে বৈধ কোন আনন্দ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা নাজায়েয হবে? নাকি এ তারিখ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তারিখ (১২ ই রবিউল আউয়াল) সহ অন্যান্য তারিখেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় আগমনের শুকরিয়া হিসেবে আনন্দ উৎসব করা হবে? অবশ্যই ১২ই রবিউল আউয়াল সহ অন্যান্য তারিখেও মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুকরিয়া হিসেবে আনন্দ উৎসব করা হবে। যা শত শত বছর ধরে যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নবী করীম স(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি মহব্বতের পরিচয় ঃ

ঈদে মীলাদ, নবীর প্রতি ভক্তি না আনাস্থা এ শিরোনামে উক্ত বইয়ের ২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্য বাৎসরিক ঈদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দু'টি, এতে তুষ্ট না হয়ে মনগড়া ভাবে তৃতীয় আরেকটি ঈদের সংযোজন করলে, তা কি নবীর প্রতি ভক্তি হল? না তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রদান করা হল। এটা কি ভক্তির ছদ্মাবরণে অনাস্থা নয়? এটা কি ঈশকে রাসূলের অন্তরালে নবীর বিরোধতা নয়।

-এর জবাবে আমরা বলতে চাই

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঈদ বা খুশি উদ্‌যাপন করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি অনাস্থা বা নবীর বিরোধিতা করা হয় না, বরং ঐ দিন রাসুলের দুনিয়ায় শুভাগমনের শুকরিয়া হিসেবে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি মহব্বতের পরিচয় বহন করে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপর ঈদ বা খুশি উদ্‌যাপন করা কর্তব্য। আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন ইরশাদ করেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا وَهُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থাৎ- হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তিতে তাদের (মুমিনদের) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ এবং তা তাদের সমস্ত জমাকৃত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়। (সুরা ইউনুস, আয়াত নং-৫৮)

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এ বাণী আমাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম দিবসে শুকরিয়া হিসেবে ঈদ বা খুশি উদ্‌যাপন করা শিক্ষা প্রদান করে।

ঈদের সংজ্ঞা কি?

আসলে যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঈদ হিসেবে পালন করতে চান না তারা ঈদের সংজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ।

১. ঈদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আরবী অভিধানের অন্যতম কিতাব "আল মু'জামুল ওয়াসীত" এর ৬৩৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে-

اَلْعِيْدُ : مَايَعُوْدُ مِنْ هَمٍّ اَوْمَرَضٍ اَوْشَوْقٍ اَوْنَحْوِهٖ- وَكُلُّ يَوْمٍ يَحْتَفِلُ فِيْهِ بِذِكْرٰى كَرِيْمَةٍ اَوْحَبِيْبَةٍ

অর্থাৎ- ঈদ বলা হয় কোন দুশ্চিন্তা বা কোন রোগ অথবা কোন আকাংখা বা এ ধরনের অন্যান্য বিষয় যা বারবার ফিরে আসে। এবং **এমন প্রত্যেক দিনকে ঈদের দিন বলা হয় যে দিন কোন সম্মানিত অথবা প্রিয়তম ব্যক্তির স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

২. বিশ্ববিখ্যাত আরবী অভিধান "আল মুনজিদ" এর ৫৩৬ নং পৃষ্ঠায় ঈদের সংজ্ঞায় লিখা হয়েছে

اَلْعِيْدُ : مَااعْتَادَكَ مِنْ مَرَضٍ اَوْحَزْنٍ اَوْهَمٍّ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَاَصْلُهٗ عَوْدٌ ج اَعْيَادٌ : اَلْمَوْسَمُ كُلُّ يَوْمٍ فِيْهِ جَمْعٌ اَوْتِذْكَارٌ لِذِى فَضْلٍ اَوْحَادِثَةٍ مُهِمَّةٍ قِيْلَ اَنَّهٗ سُمِّىَ عِيْدًا لِاَنَّهٗ يَعُوْدُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجَدَّدٍ-

অর্থাৎ- ঈদ অর্থ হলো কোন রোগ, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি ইত্যাদি বিষয় যা তোমার নিকট ফিরে আসে। عيد শব্দের মূল হলো عود বহুবচনে اعياد। ঈদ বলতে এমন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

প্রত্যেক দিনকে বোঝায় যে দিন কোন সম্মেলন হয় অথবা কোন সম্মানিত মহান ব্যক্তির স্মরণে অথবা কোন গুরত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে কোন অনুষ্ঠান হয়। বলা হয়েছে, ঈদকে এ জন্য ঈদ বলে নামকরণ করা হয়েছে যে, কেননা উহা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে।

৩। اَلتَّعْرِيْفَاتُ الْفِقْهِيَّةُ কিতাবে ৩৯৫ নং পৃষ্ঠায় ঈদের সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে -

كُلُّ يَوْمٍ فِيْهِ جَمْعٌ اَوْتِذْكَارٌ لِذِىْ فَضْلٍ وَ مِنْهُ عِيْدُ الْفِطْرِ اَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ وَعِيْدُ الْاَضْحٰى الْعَشْرُ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ- قَالَ اِبْنُ الْاَعْرَابِىُّ لِاَنَّهٗ يَعُوْدُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرْحٍ مُجَدَّدٍ اَصْلُهٗ عَوْدٌ-

অর্থাৎ- **ঈদ এমন প্রত্যেক দিনকে বলা হয় যেদিন কোন সম্মেলন অথবা কোন মহান ব্যক্তির স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের অন্তর্ভূক্ত একটি হলো ঈদুল ফিতর যা শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এবং আরেকটি হলো ঈদুল আযহা যা জিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন ঈদকে এজন্য ঈদ বলা হয় কেননা উহা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। তার মূল হলো عود অর্থ প্রত্যাবর্তন করা।**

৪. ঈদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে "মেসবাহুল লুগাত" কিতাবের ৫৮৩ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে

عید هروه دن جس مین کسی صاحب فضل یاکسی بڑے واقعة کی یادگار مناتے هوں- کهاگیا هےکه اسکو عید اس وجه سے کهتے هیں که هر سال لوٹکروه دن اتاهے اور اصل اس کی عودهے العید باربار انیو الی بیماری یاغم و غیره

অর্থাৎ- **ঈদ এমন প্রত্যেক দিনকে বলা হয় যে দিন কোন সম্মানিত মহান ব্যক্তির অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বড় ঘটনার স্মরণে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঈদকে এজন্য ঈদ বলা কারণ উহা প্রত্যেক বছর ফিরে ফিরে আসে।** عيد এর মূল হলো عود অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। যে রোগ বা দুশ্চিন্তা বারবার ফিরে আসে তাকেও ঈদ বলা হয়।

৫. "ফিরুজুল লুগাত" এর ১২৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

العید : مسلمانوں کی جشن کا روز خوشی کا تهوار نهایت خوشی

অর্থাৎ,- ঈদ হলো মুসলমানদের আনন্দের দিন, খুশির কোন অনুষ্ঠান, খুবই আনন্দিত হওয়া।

৫। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ) তদীয় 'মুফরাদাত' গ্রন্থের ৩৫২ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

لَمَّا كَانَ ذَالِكَ الْيَوْمُ مَجْعُوْلًا لِلسُّرُوْرِ فِى الشَّرِيْعَةِ- كَمَا نَبَّهَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهٖ" اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَبِعَالٍ صَارَ يُسْتَعْمَلُ الْعِيْدُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ فِيْهِ مَسَرَّةٌ- وَعَلٰى ذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا-

অর্থাৎ- যখন শরীয়তে ঈদের দিন আনন্দ-উৎসব করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে রূপ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পবিত্র এ বানী দ্বারা জানা যায়। ঈদের দিন সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- **ঐ দিন হল খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ উৎসব করার দিন, সুতরাং ঈদ শব্দটি এমন প্রত্যেক দিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, যে দিন কোন আনন্দ উৎসব করা হয়।** এ দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তায়ালার এ বাণী, যা হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন -হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাজিল করেন, এদিন (মায়েদা নাযিলের দিন) আমাদের জন্য 'ঈদের দিন' হিসেবে গন্য হবে।

উপরে বর্ণিত অভিধান সমূহের সংজ্ঞার আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় ঈদ হলো কোন সম্মানিত প্রিয়তম ব্যক্তির অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ মহান ঘটনার স্মরণে অনুষ্ঠিত মাহফিল যা প্রতি বছরই নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসে। অথবা মুসলমানদের কোন আনন্দ বা খুশির দিনকেই ঈদের দিন বলা হয়।

সুতরাং ঈদের আলোচ্য সংজ্ঞা সমূহের আলোকে বলা যায় মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন। কেননা এদিনে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্মরণ করেই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, যিনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি কুলের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয়তম রাসূল। সেই নবীর মীলাদ বা জন্মের শুভবার্তা নিয়েই ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে প্রত্যেক বছরই আমাদের নিকট ফিরে আসে। তাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা রাসূলের দুনিয়াতে শুভাগমণের দিন বা ঘটনাকে স্মরণ করে যে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তাকে কেন ঈদ বলা যাবে না? অবশ্যই বলা যাবে এবং শ্রেষ্ঠ ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

হবে।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ব্যতীত অন্য কোন ঈদ আছে কি?

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধী খারেজি, দেওবন্দী ওহাবী আলেমগণ প্রচার করে থাকেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এদুটি ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোন ঈদ নেই।

এর জবাব হচ্ছে ঃ-

আমাদের (মুসলমানদের) জন্য বছরে দুটি ঈদই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোরআন হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে আরো অনেক ঈদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১। জুমার দিন ঈদের দিন

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا يَوْمَ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ- فَمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَاِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ-

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই এই দিন (জুমার দিন) আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমা পড়তে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে উহা লাগায়। এবং তোমাদের উপর মেসওয়াক করা আবশ্যক। (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা নং ৭৮)

عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَبْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَسْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَايَسْاَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ-

অর্থাৎ- হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন এবং উহা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাশীল আর উহা (জুমার দিন) আল্লাহর

নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা থেকেও শ্রেষ্ঠ। জুমার দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট রয়েছে।

১. এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। ২. এ দিনে আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। ৩. এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে ওফাত দান করেছেন। ৪. জুমার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়ে বান্দাহ হারাম বস্তু ছাড়া আল্লাহর নিকট যা চায় তিনি তা দান করেন। ৫. এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (ইবনে মাজাহ পৃঃ ৭৭, মেশকাত পৃঃ ১২০)

আলোচ্য হাদীসের আলোকে বুঝা গেল যে, জুমার দিন ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এ দু ঈদের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন। আর জুমার দিন দু ঈদ থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে পাঁচটি। তন্মধ্যে তিনটি কারণই হলো হযরত আদম (আঃ) এর সাথে জড়িত যেমন- হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম, তাঁর দুনিয়ায় আগমন এবং তাঁর ইন্তেকাল। জুমার দিন দু ঈদ থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রথম এবং প্রধান কারণটি হলো হযরত আদম (আঃ)-এর জুমার দিনে জন্ম বা সৃষ্টি হওয়া।

সুতরাং হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম, দুনিয়ায় প্রেরণ এবং তাঁর ইন্তেকালের দিন হিসেবে জুমার দিন যদি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হয়, তাহলে সায়্যেদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন নবীর [যাকে সৃষ্টি করা না হলে হযরত আদম (আঃ)ও সৃষ্টি হতেন না] জন্ম বা দুনিয়ায় শুভাগমনের দিনকে কেন ঈদের দিন হিসেবে পালন করা যাবে না? পালন করলে কেনই বা শিরক হবে? না কখনো নয় বরং অবশ্যই রাসূলের আগমনের দিন ১২ রবিউল আউয়াল সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হিসেব পালিত হবে।

২. আরাফার দিন (৯ই জিলহজ্ব) ঈদের দিন

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَرَاَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ اَلْاٰيَةَ وَعِنْدَهٗ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ لَوْنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا (اَىْ يَوْمَ نُزُوْلِهَا) عِيْدًا فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ-

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- নিশ্চয়ই তিনি "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ" এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

এক ইহুদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন সে বলল- যদি এ আয়াতটি আমাদের [ইহুদীদের] ওপর নাযিল করা হতো তাহলে এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন- নিশ্চয়ই উহা [এ আয়াতটি] যে দিন নাযিল হয় ঐ দিন দুটি ঈদের দিন ছিল, একটি ঈদ হলো জুমার দিন এবং আরেকটি ঈদ হলো আরাফাতের দিন। (মেশকাত পৃঃ নং ১২১, তিরমিযী- ২য় খন্ড, পৃঃ নং ১৩৪)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ عَلَيْنَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ -اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- لَاتَّخَذْنَا ذَالِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّى لَاَعْلَمُ اَىَّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- (اَشَارَ اَنَّ ذَالِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيْدَانَا) -

অর্থাৎ- হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ ----- دِيْنًا এ আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল করা হতো তা হলে অবশ্যই আমরা এ আয়াত নাযিল হবার দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন অবশ্যই আমি জানি কোন দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন জুমার দিন যে দিন ছিল আরাফাতের দিন [৯ই জিলহজ্জ]। [এ কথা বলে ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হবার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল।] (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড, পৃঃ নং ১৩৪)

আলোচ্য হাদীস দ্বয়ের আলোকে জানা গেল আরাফার দিনও আমাদের জন্য ঈদের দিন। সুতরাং যে সমস্ত ওহাবী আলেমগণ একথা বলে অপপ্রচার চালান যে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ছাড়া অন্য কোন ঈদের কথা কোরআন হাদীসে নাই, তারা উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের জবাবে কি বলবেন? তাদের বলার কিছুই নেই বরং তাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীতও আরো ঈদের কথা কোরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

* কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি দোয়া বর্ণনা করে ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করেন। এ দিন [মায়েদা নাযিলের দিন] আমাদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে গন্য হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যও তা হবে ঈদের দিন। এবং আপনার পক্ষ হতে এটি হবে একটি কুদরতী নিদর্শন।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা যায়। (সূরা মায়েদা)

এমনকি বর্তমান সময়ের ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আহমদ শফী, শায়খুল হাদীস আজিজুল হক ও বায়তুল মোকাররমের খতীব ওবায়দুল হক সাহেবত্রয় সহ ১৭ জন আলেম এ মর্মে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন- "জুমার দিন দুই ঈদের মতোই সম্মানিত" [দৈনিক নয়া দিগন্ত, শেষ পৃষ্ঠা, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন ঈদ উদ্‌যাপন করা হক্কানী আলেমদের অনুসরন ঃ-

১। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (৯২৩ হিঃ ইন্তেকাল) বলেন-

فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا (جَمْعُ عِيْدٍ) لِيَكُوْنَ (اَلْاِتِّخَاذُ) اَشَدَّ عِلَّةٍ (اَىْ مَرَضٍ وَفِىْ بَعْضِهَا بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ اَىْ اِحْتِرَاقُ قَلْبِهٖ فَكِلَا هُمَا صَحِيْحٌ) عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাত সমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করেন। আর উক্ত রাত্রকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করবে এ জন্য যে, যাদের অন্তরে [নবী বিদ্বেষী] রোগ রয়েছে তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারণ করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

পুড়ে যায়। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব)

২. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন-

الله تعالى ان پر رحمتيں نازل كرتاهے جو ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كى شب كو عيد مناتى هين- اور جس كى دل مين عناد اور دشمنى كى بيمارى هےوه اپنى دشمنى مين اور زيادة سخت هو جاتاهے

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন করে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন।

আর যার মনে হিংসা এবং [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুশমনির] রোগ রয়েছে, তার ঐ [নবী বিদ্বেষী] রোগ আরো শক্ত আকার ধারণ করে। (মা সাবাতা বিছছুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং ৮৬।)

উপরোক্ত দুই মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল মীলাদুন্নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে।

এখন যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করাকে নবীর প্রতি ভক্তির ছদ্মাবরণে অনাস্থা এবং ঈশকে রাসুলের অন্তরালে নবীর বিরোধীতা করা বলেন তাদেরকে উপরোক্ত এ দুই মুহাদ্দেস (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নসিহত করা গেল।

তাঁরা কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মদিনে ঈদ পালন করার কথা বলে নবীর প্রতি অনাস্থা ও তাঁর বিরোধীতা করেছেন? জানতে চাই।

সুতরাং প্রমাণিত হল মীলাদুন্নবী বা রাসূলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অনাস্থা বা তাঁর বিরোধীতা নয় বরং তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ভালোবাসা মহব্বতেরই বহির্প্রকাশ।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি খ্রিষ্টানদের অনুকরণে আমদানী করা হয়েছে?

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ২৫ নং পৃষ্ঠায় "ঈদে মিলাদের উৎস" শিরোনামে মুফতী শফী সাহেবের মা'রেফুল কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বক্তব্য লেখা হয়েছে যার সার সংক্ষেপ হল-

১। ইহুদীরা সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে বলেছিল- যদি এ আয়াতটি আমাদের (ইহুদী সম্প্রদায়ের) ওপর নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা ঐ আয়াত নাযিলের দিনে ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। এর জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন এ হজ্জ উপলক্ষ্যে তো মুসলমানদের একটা ঈদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত আছেই (ঈদুল আজহা) সুতরাং এ আয়াত উপলক্ষ্যে নতুন করে ঈদ করার সুযোগ নেই। মুসলমানদের ঈদ কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে নিজেদের পক্ষ হতে নির্নিত হয় না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়।

২। **কালক্রমে খ্রিষ্টানদের অনুকরণে এক শ্রেণীর মুসলমানরাও মহান নবীর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের কু-প্রথা আমদানী করে, আর এই হচ্ছে ঈদে মীলাদুন্নবী নামের তৃতীয় ঈদের মূল উৎস।**

এর জবাবে আমরা বলতে চাই।

১। হযরত ওমর (রাঃ) -এর জবাব এবং জবাবের সারমর্ম হিসেবে যা লিখা হয়েছে তার সাথে মূল হাদীস শরীফের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ব্যাপারে লোকদের বিভ্রান্ত করার জন্য মনগড়াভাবে এ গুলো লিখা হয়েছে। প্রিয় পাঠক বৃন্দের জ্ঞাতার্থে বোখারী শরীফের মূল হাদীস শরীফটি নিম্নে উপস্থান করালামঃ-

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ اٰيَةً لَوْنُزِلَتْ فِيْنَا لَا تَّخَذْنٰهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ حَيْثُ اَنْزِلَتْ وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اَنَا وَ اللّٰهِ بِعَرَفَةَ

অর্থাৎ- হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন ইহুদীগণ হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা এমনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন যদি ঐ আয়াতটি আমাদের (ইহুদী) উপর নাযিল হতো তাহলে ঐ নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করতাম। তখন হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্তুত্তরে বললেন নিশ্চয়ই আমি ভালভাবে অবগত আছি কোথায় ও কখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত আরাফার ময়দানে নাযিল হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন। খোদার কসম আমি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

আরাফার ময়দানে উপস্থিত ছিলাম। (বোখারী শরীফ কিতাবুত তাফসীর)

এখন ঈদে মীলাদুন্নবী বিরোধী লেখকদের নিকট জানতে চাই তাদের উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যাগুলো হাদীস শরীফের কোথায় রয়েছে? তারা কি উহা প্রমান করতে পারবে? না। কখনো পারবে না। বরং বোখারী শরীফের বর্ণিত হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্ত হাদীস দ্বারা সুরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ন হওয়ার দিন যে আমরাও ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছি সে বিষয়টি হযরত ওমর (রাঃ) -এর "নিশ্চয়ই আমি ভালভাবে অবগত আছি কোথায় ও কখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত আরাফার ময়দানে নাযিল হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন" এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কারণ এ আয়াত অবতীর্ন হয়েছিল '৯ই জিলহজ্জ আরাফা'র দিন। আর আরাফার দিন হচ্ছে আমাদের জন্য একটি ঈদের দিন।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে তিরমিযী শরীফের নিম্ন বর্ণিত হাদীস দুটি গ্রহণ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরাও (মুসলমানগণ) ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। হাদীস দুটি নিম্নরূপ-

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَرَأَ- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ اَلاٰيَةَ" وَعِنْدَهٗ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ لَوْنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا هَا (اَىْ يَوْمَ نُزُوْلِهَا) عِيْدًا فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاِنَّهَا نُزِلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ-

অর্থাৎঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- নিশ্চয়ই তিনি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট এক ইহুদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন সে বলল- যদি এ আয়াতটি আমাদের [ইহদীদের] ওপর নাযিল করা হতো তাহলে এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন- নিশ্চয়ই উহা [এ আয়াতটি] যে দিন নাযিল হয় ঐ দিন দুটি ঈদের দিন ছিল, একটি ঈদ হলো জুমার দিন এবং আরেকটি ঈদ হলো আরাফাতের দিন। (মেশকাত- পৃঃ নং ১২১, তিরমিযী ২য় খন্ড পৃঃ নং-১৩৪)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ عَلَيْنَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- لَاتَّخَذْنَا ذَالِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَىَّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- (اَشَارَاَنَّ ذَالِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيْدًالَّنَا) -

অর্থাৎ- হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বর্ণনা করে, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন -হে আমীরুল মুমিনীন! যদি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ - - - - دِيْنًا এ আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল করা হতো তা হলে অবশ্যই আমরা এ আয়াত নাযিল হবার দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন অবশ্যই আমি জানি কোন দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন জুমার দিন যে দিন ছিল আরাফাতের দিন [৯ই জিলহজ্জ]। [এ কথা বলে ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হবার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল।] (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং -১৩৪)

তিরমিযী শরীফের اَشَارَاَنَّ ذَالِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيْدًا لَّنَا

অর্থাৎ- "এ কথা বলে হযরত ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল" এ ইবারতের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হল-

উক্ত আয়াত অবতীর্ন হওয়ার দিনকে আমরাও ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করি।

২। ঈদে মীলাদুন্নবীর উৎস সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে তার জবাবে আমরা বলতে চাই, খ্রিষ্টানদের অনুকরণে নবীর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালনের কু-প্রথা আমদানী করা হয়নি, বরং রাসূলের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার উত্তম প্রথা খোদ রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিজে স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করার প্রথা থেকে লাভ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করার দলীল নিম্নরূপ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ (يَوْمِ) الْاِثْنَيْنِ- فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ- (فَاَصُوْمُ شُكْرًا لِهٰذَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ)-

অর্থাৎ- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন "ইহা এমন একটি দিন, যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যে দিন আমার উপর কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে"। কিতাবের মধ্যে বাইনাছছতার (দুই লাইনের মধ্যখানে) লেখা রয়েছে- "আমি এ দু নেয়ামতের শোকরিয়া হিসেবে সোমবার রোজা রাখি"। (মেশকাত শরীফ, পৃঃ নং ১৭৯, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড পৃঃ ৩৬৮)

আলোচ্য হাদীস শরীফের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ বা দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে শরীয়তের আলোকে বৈধ পন্থায় শোকরিয়া হিসেবে যে কোন উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠান (ওয়াজ-মাহফিল, মেহমানদারি, নফল ইবাদত বন্দেগী, দান-সদকা করা, জশ্নে জুলুসের আয়োজন করা ইত্যাদি) উদ্‌যাপন করা বৈধ এবং সুন্নাতে রাসূল। আর মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি হয়ে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আর বর্তমানের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার প্রথা কোন সাধারণ মুসলমানদের মাধ্যমে পালিত হয়ে আসেনি, বরং যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরামদের মাধ্যমে পালিত হয়ে আসছে। তার দলীল নিম্নরূপ -

১। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) শরহে আল্লামাতুল জুরকানী আলাল মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বর্ণনা করেন-

اَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ فِعْلَ ذٰلِكَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ اَبُوْ سَعِيْدٍ صَاحِبُ اَرْبِلِ قَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ فِىْ تَارِيْخِهٖ..... وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهٗ فِى الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوْفِيَّةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقُ لَهُمُ الْبُخُوْرَ وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلٰثَ مِائَةِ دِيْنَارٍ

অর্থাৎ- সর্বপ্রথম যে ঐ কাজ (বর্তমানের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নবী মাহফিল)

শুরু করে ছিলেন তিনি হলেন ইরবিল শহরের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাইদ। ইবনে কাছির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া) উল্লেখ করেছেন তিনি (বাদশাহ মুজাফফর) প্রতি রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করতেন এবং এ মাসে তিনি বর্ণাঢ্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, দুঃসাহসী, বীর, জ্ঞানী, আলেম ও ন্যায়পরায়ন। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল দীর্ঘদিন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। যখন তিনি আক্কা নামক শহরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন ৬৩০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুণের অধিকারী।

ছিবতু ইবনুল জাওজী 'মিরআতুয যামান' কিতাবে বর্ণনা করেন বাদশাহ মুজাফফর (রহঃ) কর্তৃক আয়োজিত কোনো এক মীলাদুন্নবী মাহফিলে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উক্ত মাহফিলে পাঁচ হাজার ভূনা ছাগলের মাথা, দশহাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, একলক্ষ পনির, ত্রিশ হাজার হালুয়ার প্লেট গণনা করেছেন। ঐ মাহফিলে গন্যমান্য ওলামা ও সূফীগণ শরীক হতেন। বাদশাহ তাদের বিভিন্ন উপঢৌকন, উপহার এবং সুগন্ধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তিনি ঐ মীলাদুন্নবী মাহফিলে তিনশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করতেন। (জুরকানী ১ম খন্ড ২৬২ নং পৃষ্ঠা)

২। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (ইন্তেকাল ৯২৩ হিঃ) বলেন-

فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাত সমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করেন। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব)

৩। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন-

الله تعالى ان پر رحمتيں نازل كرتاهے جو ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كى شب كو عيد مناتى هين-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন করে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন। (মা সাবাতা বিছছুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং ৮৬)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

এছাড়া আরো বিস্তারিত দলীল প্রমাণ জানতে হলে "ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ" গ্রন্থখানি পাঠ করুন।

সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার উত্তম ও বরকতময় এ প্রথাকে তারা কু-প্রথা বলে আখ্যায়িত করে নিজেদের অন্তরে লুকায়িত নবী বিদ্বেষী রোগের বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

মুফতী শফী সাহেবের "ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের উৎস" সম্পর্কে লেখা বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মীলাদুন্নবী বিরোধীগন মীলাদুন্নবীর মূল উৎস সম্পর্কে তাদের উক্ত ভ্রান্ত দাবীর স্বপক্ষে দেওবন্দের মুফতী শফী সাহেবের "তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন" গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যেখানে উল্লেখ রয়েছে, "কালক্রমে খ্রিষ্টানদের অনুকরনে এক শ্রেনীর মুসলমানরাও মহানবীর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের কুপ্রথা আমদানী করে"

এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই-

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধীগন যে মতাদর্শে (দেওবন্দী মতাদর্শ) বিশ্বাসী সে মতাদর্শের একজন অন্যতম জনক হলেন মুফতী শফী সাহেব। কারণ তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করার পর উক্ত মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেদমত করেছেন যার ফলে উক্ত মাদ্রাসা থেকে ফয়জ ও বরকত লাভ করার কারণে তার দ্বারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উৎস সম্পর্কে এ ধরনের জঘন্য মন্তব্য করা সম্ভব হয়েছে। আর বর্তমানে মীলাদুন্নবী বিরোধীগণ তাদের এ ধরনের মুরুব্বীদের থেকেই বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত কথা শিক্ষা লাভ করে সমাজে তা প্রচার করে ফেতনা ফাসাদের সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাদের নিজস্ব মুরুব্বীদের কথা দ্বারা দলিল পেশ করলে কি তা গ্রহণ যোগ্য হবে? না কখনো গ্রহণ যোগ্য হবে না। মীলাদুন্নবী পালন যদি খ্রিষ্টানদের অনুকরনে এক ধরনের কুপ্রথা হয়ে থাকে তা হলে কি যুগশ্রেষ্ঠ বিভিন্ন মুহাদ্দেস ও ইমামগণ যেমন, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহঃ), হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ), মক্কা শরীফের প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা ইবনে হাজার আল হায়তামী আশ শাফী (রহঃ), শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), হযরত মারুফ কারখী (রহঃ), প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোওজী (রহঃ), বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা কুস্তোলানী (রাহঃ), হাফেজুল হাদিস আল্লামা ইবনে জাজরী (রহঃ) এবং বিশেষ করে ভারতীয়

উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান মুহাদ্দেস শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) প্রমুখ খ্রিষ্টানদের অনুকরনে মীলাদুন্নবী পালনের নামে এক ধরনের কুপ্রথা পালন করে নিজেদের ঈমান আমল নষ্ট করেছিলেন? (নাউযুবিল্লাহি মীন জালেক) আল্লাহ যেন সকলকে এ সঠিক বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ে সৌদি সরকারের অনুদানে মুফতী শফী সাহেবের উক্ত তাফসীরের কিতাব বিনা মূল্যে বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমানদের মধ্যে বিতরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই।

এ কথা দ্বারা উক্ত তাফসীরের গ্রহণ যোগ্যতা বুঝায় না। বরং আমরা বলব সৌদি সরকার বিপুল অর্থ খরচ করে উক্ত তাফসীরটি এ জন্যই বিনা মূল্যে বিতরণ করেছে যেহেতু উক্ত তাফসীরের কথার সাথে সৌদি সরকারের ওহাবী মতবাদের মিল রয়েছে। যার প্রমান বাংলাদেশী খারেজী-ওহাবী মীলাদুন্নবী বিরোধীদের প্রচারিত **"এ কোন ঈদ" শীর্ষক পোষ্টার, যেখানে উল্লেখ রয়েছে সৌদি গ্রান্ড মুফতীর ফতোয়াটি "ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপন শিরক তুল্য"** সুতরাং এ দ্বারাই বুঝা যায় তাদের সাথে সৌদি ওহাবীদের কি যোগ সূত্র রয়েছে।

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করলে কি সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকার করা হয়?

উক্ত বইয়ে 'মীলাদুন্নবী ছদ্মাবরণে সীরাতুন্নবী অস্বীকারের রহস্য' শিরোনামে তারা যা লিখেছেন তা দ্বারা বুঝা যায়, আমরা (সুন্নি জনতা) এ জন্যই নাকি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি যাতে সীরাতুন্নবী বা নবীর আদর্শ তথা কোরআন হাদীসের বিধান, নামায-রোজা, হালাল-হারাম ইত্যাদি পালন করতে না হয়।

এর জবাবে আমরা বলতে চাইঃ

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করলে যে, রাসূলের সীরাত বা আদর্শ বর্জন করতে হয় এ উসূল বা নিয়ম মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধীরা কোথায় পেলেন? আমরা যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি তারা কি কোরআন হাদীসের বিধান তথা নামায-রোজা, হালাল-হারাম ইত্যাদি পালন করি না? শুধুমাত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধীরাই তা পালন করে? নবী প্রেমিকদের নামে কতবড় মিথ্যা অপবাদ!

শতশত বছর ধরে সারা বিশ্ব ব্যাপী যে সমস্ত যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে (যার বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে) তাঁরা কি নবীর সীরাত বা আদর্শ বর্জন করার জন্যই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করেছিলেন? না। কখনো নয়। বরং আমরা বলতে চাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীরা সীরাতুন্নবীর ব্যাপারে কপট মায়া-কান্নার আশ্রয় নিয়ে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল উদ্‌যাপনের (যা শতশত বছর ধরে সারা বিশ্বে প্রচলিত) বরকত ও ফযিলত লাভ করা থেকে সরলমনা মুলমানদের বঞ্চিত করার অপচেষ্টা করছেন।

আবু লাহাব জাহান্নামে যাওয়া সত্তেও মীলাদুন্নবীতে খুশি হওয়ায় পুরস্কার লাভ করেছে।

উক্ত বইয়ে 'আবু লাহাবের ঈদে মীলাদুন্নবী' শিরোনামে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীগণ বুঝতে চেয়েছেন আবু লাহাব রাসূলের জন্মে আনন্দ প্রকাশ তথা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে নি।

<u>এর জবাবে আমরা বলতে চাই</u>

আবু লাহাব রাসূলের জন্ম বা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে খুশি-আনন্দ প্রকাশ করায় জাহান্নামে যায়নি, বরং সে যেহেতু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি ঈমান আনেনি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনেক কষ্ট দিয়েছে, সে কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। আর জাহান্নামে গিয়েও সে যেহেতু মীলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তার বিনিময় লাভ করা থেকেও বঞ্চিত হয়নি। তাহলে এখন যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে ভালোবাসে তারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে খুশি উদ্‌যাপন করলে কি পেতে পারে তা কিতাবের ভাষায়ই শুনুন

আল্লামা ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ ক্বসতালানী (রহঃ) 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ' নামক কিতাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুগ্ধপান শীর্ষক অধ্যায় আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ-

وَاَرْضَعَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوَيْبَةُ عَتِيْقَةُ اَبِىْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا حِيْنَ بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُؤِىَ اَبُوْلَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهٖ فِى النَّوْمِ وَقِيْلَ لَهٗ مَا حَالُكَ؟ وَقَالَ فِى النَّارِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِّىْ كُلَّ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَاَمُصُّ مِنْ بَيْنِ

اِصْبَعَىَّ هَاتَيْنِ مَاءً وَاَشَارَ بِرَأْسِ اِصْبَعِهٖ وَاَنَّ ذٰلِكَ بِاِعْتَاقِىْ لِثُوَيْبَةَ عِنْدَ بَشَّرَتْنِىْ بِوِلَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِاِرْضَاعِهَا لَهٗ-

অর্থাৎ- আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াইবাহ তাকে (হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে) দুগ্ধপান করিয়েছেন। যাকে আবু লাহাব তখনই আযাদ করেছিলো যখন তিনি তাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বেলাদত শরীফের শুভ সংবাদ শুনিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, একদা আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা গিয়েছিলো। (হযরত আব্বাস (রাঃ) এক বছর পর স্বপ্ন দেখেছিলেন) তখন তাকে বলা হলো "তোমার কি অবস্থা?" সে বললো দোজখেই আছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি কিছুটা শিথিল করা হয়; আর আমি আমার এ আঙ্গুল দু'টির মধ্যখানে চুষে পানি পানের সুযোগ পাই। আর তখন সে তার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে ইশারা করলো। আর বললো আমার শাস্তির শিথিলতা এ জন্য যে, সুয়াইবা যখন আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বেলাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলো, তখন তাকে আমি আযাদ করে দিয়েছিলাম, এবং সে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুগ্ধপান করিয়েছে।

তিনি উক্ত কিতাবে আরো বলেন-

قَالَ اِبْنُ الْجَزَرِىْ فَاِذَا كَانَ هٰذَا اَبُوْ لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِىْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِّهٖ جُوْزِىَ فِى النَّارِ بِفَرْحِهٖ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهٖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِىْ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهٖ وَيَبْذُلُ مَا اِتَّصَلَ اِلَيْهِ قُدْرَتُهٗ فِىْ مَحَبَّتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهٗ مِنَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُّدْخِلَهٗ بِفَضْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-

অর্থাৎঃ- এতদভিত্তিতে, আল্লামা মুহাদ্দিস ইবনে জাযরী (রহঃ) বলেন, যখন ঐ আবু লাহাব কাফির, যার তিরস্কারে কোরআন নাযিল হয়েছে, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এ আনন্দ প্রকাশের কারনে জাহান্নামে পুরস্কৃত হয়েছে। এখন উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঐ একত্ববাদী মুসলমানের কি অবস্থা, যারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলাদাতে খুশি হয় এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

ভালবাসায় তার সাধ্যানুযায়ী খরচ করে? (তিনি জবাবে বলেন-) আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে আপন ব্যাপক করুনায় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৬১)

সুতরাং আবু লাহাবের উক্ত ঘটনা থেকে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীতাকারীদেরই শিক্ষা গ্রহণ করে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে খুশি উদ্‌যাপন করে পরকালে ভালো কিছু পাওয়ার আশা করা উচিৎ।

বিভিন্ন নেতাদের জন্মদিবস পালনের কারণে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মীলাদুন্নবী (জন্ম দিবস) পালন করা হয়?

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীরা উক্ত বইয়ের মাধ্যমে বলতে চায়, আমরা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপনকারীগণ নাকি সমাজের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের অনুকরনে রাসূলের মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি। তারা আরো আশংকা প্রকাশ করে বলে ১২ই রবিউল আউয়াল যেহেতু রাসূলের মৃত্যু দিবস, এ উপলক্ষ্যে অনেকে শোক মিছিল নিয়ে বের হবে আর আনন্দ মিছিল কারী ও শোক মিছিলকারীদের মধ্যে এক ভয়াবহ মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হবে।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই

আমরা পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)পালন করি সমাজের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর জন্ম মৃত্যু দিবস পালন করার কারণে নয়। বরং স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু স্বীয় জন্মদিবস পালন করেছেন, প্রতি সোমবার রোযা রাখার মাধ্যমে এবং আরব-আজম সকল মুসলিম দেশেই শতশত বছর ধরে রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে ও তার মধ্যে অনেক বরকত ও ফযিলত রয়েছে। এ কারণেই আমরা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি।

আর যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু দিবস পালন করাই জায়েজ নেই সেহেতু -এ উপলক্ষ্যে শোক মিছিল বের হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই ১২ই রবিউল আউয়াল আনন্দ মিছিল কারী ও শোক মিছিলকারী দের মধ্যে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধীদের কল্পনা প্রসূত মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভবনা নেই। সুতরাং ঐ দিন জশ্নে জুলুস বা আনন্দ মিছিল করতে কোন সমস্যা হবে না।

আল্লাহ এ সমস্ত অবুঝদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)